বিনিময় ১৫ টাকা

অধিকার

ডিসেম্বর ২০২২

এই সংখ্যার বিষয়

- বিনা প্রশ্নে কিছুই মানা যাবে না
- ফৌজদারি পদ্ধতি (শনাক্তকরণ) আইন, ২০২২
- মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ — অধিকারের দৃষ্টিতে
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে ভারত
- জুটমিল শ্রমিকদের দুরাবস্থা আজও অপরিবর্তিত
- দেওচা-পাচামির আন্দোলন কোন পথে
- তথ্যানুসন্ধান
- সংগঠন সংবাদ
- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

সম্পাদনা: পত্রিকা উপসমতি। গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর (8017437302) কর্তৃক প্রকাশিত ও ভিভিড কম্পিউটার, রিষড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকারের জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

বিনা প্রশ্নে কিছুই মানা যাবে না

অকস্মাৎ এই আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বিশ্ববাসী। ভারত সহ সারা পৃথিবীতে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যখন প্রায় একেবারে তলানিতে তখনই ফের করোনা মহামারীর আশংকা। হু'র হুশিয়ারি। ফের নাকি কোভিড ঢেউ আসছে! ভারত সরকার এবং আইএমএ-র তরফ থেকে ফের সবাইকে মাস্ক পরার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার, সভা সমাবেশে ভিড় কম করার অনুরোধ জারি হয়েছে। সর্বোপরি সবাইকে বুস্টার ডোজ দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হতে রাজ্য গুলিকে পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার হাসপাতালগুলিতে 'মক ড্রিল' শুরু করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো শুরু করেছে নামিদামি ডাক্তারদের দিয়ে করোনা চর্চা - যার মূল কথা, ফের আসতে পারে নতুন ঢেউ। নতুন ভ্যারিয়েন্ট এসেছে। এটা নাকি ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়ায়। চীনে নাকি ইতিমধ্যেই কোটি কোটি লোক আক্রান্ত! মারা যাচ্ছে হাজারে হাজারে! হাসপাতালে নাকি তিল ধারণের জায়গা নেই। ফলতঃ যা হবার তাই হচ্ছে। জনমানসে ফের আতঙ্ক, উদ্বেগ। অজানা আশঙ্কায় দিনাতিপাত। ওষুধ ও খাবারের ভাড়ারে সতর্ক নজরদারি।

এরই পাশাপাশি গতবারের অভিজ্ঞতায় সমাজকর্মীরা শুরু থেকেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। অনেকেই মনে করছেন সরকারের এই সব প্রচার অভিসন্ধিমূল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকাশ্যেই তারা প্রতিটা তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, চীন সরকার যখন সমস্ত কোভিড বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে, নাগরিকদের বিদেশ যাওয়ারও ছাড়পত্র দিচ্ছে, কোভিড পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এরকম কোন তথ্য জানাচ্ছে না, তাহলে 'লৌহ যবনিকা' ভেদ করে চীনের এই হাজার হাজার মৃত্যুর কথা কিভাবে জানা গেল? এতদিন পশ্চিমি সংবাদ জগতের অভিযোগ ছিল লৌহ 'যবনিকা' ভেদ করে চীনের খবর আনা কঠিন। কিন্তু কোভিডের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যেভাবে ছড়ানো হচ্ছে সেটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? প্রশ্ন তুলেছে, করোনার কোন টিকাই যখন করোনা প্রতিরোধ করতেই পারেনি, দুই ডোজ টিকা নিয়েও বহু মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তাহলে, আবার হঠাৎ সেই অপরিক্ষিত বুস্টার ডোজ কেন? কী লাভ হবে! একই সঙ্গে খবর হলো, বাজারে এসে গেছে ন্যাজাল টিকা। প্রায় হাজার টাকা

দাম। বুস্টার ডোজ। তাও মানুষ নিতে পারে বিকল্প হিসেবে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে উদ্দেশ্যটা কি ব্যবসায়ীক? প্রশ্ন উঠল, ভারত সরকার যেভাবে টিকায় মৃত বা অসুস্থ মানুষজনের কোন দায় নিতে অস্বীকার করল, যেভাবে সরকার বলেছে তারা কখনোই টিকা বাধ্যতামূলক বলেনি, তাই কোন ক্ষতিপূরণের দায় তাদের নেই, তারপরও সরকার কীভাবে মানুষকে বুস্টার টিকা নিতে বলছে! প্রশ্ন উঠল, বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ও মহামারি আইনের প্রয়োগ নিয়ে। দু'টো আইনই জনস্বার্থ বিরোধী, অসাংবিধানিক। গতবারের অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছে, এসব আইন প্রয়োগ করে কীভাবে মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এবারে দাবি উঠলো এসব আইন যেন আর প্রয়োগ করা না হয়। কোন্ আইনে গতবার লকডাউন করা হয়েছিল সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয়নি। করোনায় লকডাউন কতটা কাজের সে প্রশ্নও অমীমাংসিত । কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে, জনস্বার্থের ক্ষেত্রে লকডাউন যে ভয়ংকর বিপর্যয় এনেছে ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত। তাই দাবি উঠলো, "আর লকডাউন নয়"।

দু'দফা করোনার সময় চর্চা হয়েছিল 'ডীপ স্টেট' এর ধারণার। শুধু একটি রাষ্ট্রের নয় গোটা দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি ঠিক করার জন্য অতি ধনী পুঁজিপতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কদের একটা গোপন জোট। প্রশ্ন উঠেছিল, বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী ফাউন্ডেশনগুলিকে নিয়েও। প্রশ্ন উঠেছিল, এই মহামারীর ধারণা প্রচার, দুনিয়া জুড়ে লকডাউন, সেই 'ডীপ স্টেট'-এর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়তো? এবারেও প্রশ্ন উঠেছে। গত লকডাউনেই উঠেছিল ডিজাস্টার অর্থনীতির কথা। মহামারিকে সামনে রেখে মানুষকে নিস্ক্রিয় করে রেখে রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে বিশ্বের যাবতীয় ধন সম্পত্তি অল্প কিছু পরিবারের হাতে জমা হচ্ছে। তৈরি করছে আরও কিছু অতি ধনী। গরিব আরও গরিব হয়েছে। আলোচনায় এসেছিল বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের কথা। আবারও অর্থনীতির চরম মন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করে লিখছেন বিশেষজ্ঞরা। আমরা দেখেছি, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে অনলাইনে পড়াশোনার জন্য কি প্রবল চাপ তৈরি হয়েছিল। এবং কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। ব্যাংকের লেনদেন থেকে শুরু করে সমস্ত লেনদেন অনলাইনে করতে বাধ্য করা হলো মানুষকে। দোকান বাজার বন্ধ রেখে বহুজাতিক অনলাইন প্লাটফর্মগুলিকে বিপুল পরিমাণ ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হল। শেষ হয়ে গেল কোটি কোটি ছোট ব্যবসায়ী, ছোট উৎপাদক। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ কষ্টের কথা মানুষের স্মরণে ফের উঠে এলো। এবার তাই শুরুতেই দাবি উঠল, 'না আর লকডাউন নয় '। বিপর্যয় মোকাবিলা বা মহামারি আইন প্রয়োগ করা চলবে না। দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে সরকারের 'সামাজিক দূরত্ব' নীতি ভ্রান্ত। প্রত্যেকটি মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিন। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রশ্ন করতে হবে, গভীরে যেতে হবে। সরকার বা বিশিষ্ট মানুষদের কথায় নয়, নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির উপরে ভরসা রাখতে হবে। বিনা প্রশ্নে মেনে নেব না কিছুই, এই প্রত্যয় আজ খুব জরুরী।

ফৌজদারি পদ্ধতি (শনাক্তকরণ) আইন, ২০২২

গত ২৯/০৩/২২ তারিখে THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022 টি লোকসভায় পেশ করার পর ১২০-৫৮ ভোটে এবং ০৬/০৪/২২ তারিখে রাজ্যসভায় ৯৭-৫৯ ভোটে গৃহীত হয়। ১৮/০৪/২২ তারিখে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এই আইনের 2(1)(a) (iii), 2(1) (b), 3, 4, 5, 6 এবং 8 এর পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই বিধানগুলি স্বেচ্ছাচারী, অত্যাধিক, অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সারগর্ভ যথাযথ প্রক্রিয়া বর্জিত এবং ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর লঙ্ঘন। সংবিধানের ১২-৩৫ ধারাগুলি মৌলিক কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয় এবং কোনো আইনের দ্বারা এই কাঠামো লঙ্ঘন করা যায় না। (কেশবানন্দ ভারতী মামলা)

আইনের বিধানগুলি পুলিশের পক্ষে জোরপূর্বক দোষী সাব্যস্ত, গ্রেপ্তার, আটক, বিচারাধীন এবং যে কোনও ব্যক্তি যে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধের সংযোগের সাথে জড়িত থাকতে পারে জোরপূর্বক তাদের 'পরিমাপ' নেওয়া বৈধ করে তোলে। 'পরিমাপ'-এ 'জৈবিক নমুনা', তাদের 'বিশ্লেষণ' এবং 'আচরণগত বৈশিষ্ট্য' অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিরোধ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক নেওয়া যেতে পারে।

আইনের 3 এবং 5 ধারা, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন করে, একজন দোষীর পাশাপাশি একজন সহজ প্রশ্ন করার জন্য ডাকা হয়েছে বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তির মর্যাদায় অত্যধিক, জবরদস্তিমূলক এবং স্বেচ্ছাচারী অনুপ্রবেশের অনুমতি দেয় । এই বিধানগুলি 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার' উপর একটি স্পষ্ট আক্রমণ এবং স্পষ্টতই সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

ভারতবর্ষে গত ৩ বছরে সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা ৫ গুণ বেড়েছে। সাম্প্রতিক কালে আধার তথ্য বেআইনি ভাবে অসরকারি হাতে চলে যাবার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে বিপুল বায়োমেট্রিক তথ্য ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো সংগ্রহ করবে তা যে সুরক্ষিত থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

এই সব বিবেচনা করে এপিডিআর কোলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (WPA(P)556/2022) দায়ের করেছে। গত ২১/১১/২০২২ তারিখে মামলাটি গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী শুনানী ৩০/০১/২০২৩। এই বিষয়ে দিল্লী ও মাদ্রাজ হাইকোর্টেও দুটি মামলা বিচারাধীন।

মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ — অধিকারের দৃষ্টিতে

রাহুল চক্রবর্তী

একদা বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজ এক রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মুখে। জেলাবাসীর মতামত দেওয়ার অধিকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, কোনরকম জেলা কমিশন না বানিয়ে রাজ্য সরকার জেলাভাগের সিদ্ধান্ত সরাসরি ওপর থেকে চাপিয়ে দিল। জেলা ভাগ করার নামে দেশের মানচিত্র থেকে, দেশের ইতিহাস থেকে, মুর্শিদাবাদকে মুছে দেওয়ার সরকারি পরোয়ানা জারি হল। প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুর্শিদাবাদ ভাগ হবে কান্দি, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ নামে তিন জেলায়। মুশিদাবাদেরই এক বৃহৎ অংশ থেকে মুর্শিদাবাদ নামটিই বাদ। ইতিহাস বিকৃত করে দেওয়ার এক সুযোগ করে দেওয়া হল ভারত রাষ্ট্রের পরিচালকদের। জেলাবাসীর আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর এক ভয়ংকর আক্রমণ।

আসলে জেলা ভাগের নামে মুর্শিদাবাদের ওপর এই আক্রমণের ভিত্তি অনেক গভীরে। আপনারা অনেকেই জানেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলা, মীরমদন, মোহনলাল শাহাদাতের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। একাধারে এই লড়াই যেমন ছিল কোম্পানিরাজের সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে দেশের হিন্দু মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ। অপরদিকে এই যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি সমাবেশের জমি প্রস্তুত করেছিল । এই লড়াই-এ মুর্শিদাবাদের কৃষকের অবদান ছিল অনবদ্য। গ্রামের কামারশালা গুলি হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরীর এক-একটি কারখানা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল নজিরবিহীন। আর এটাই ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতরাষ্ট্রের পরিচালনকারী প্রতিটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে চক্ষুশুল হয়ে উঠেছিল। সরকারগুলির সাথে মাখামাখি সম্পর্কে যুক্ত একচেটিয়া কোম্পানিরাজের সন্ত্রাসবাদী রূপের কাছে চক্ষুশুল। হিন্দু ধর্মের ঘাড়ে চেপে মুসলিম ধর্মের সমস্ত নাগরিক অধিকারের ওপর আক্রমণকারীদের কাছে চক্ষুশুল।

১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেখানো বুলি 'ভাগ করো শাসন করো' নীতি বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রয়োগ করছে আজকের বড় বড় টাকার হাঙর, আজকের কোম্পানিরাজকে বাঁচানোর স্বার্থে। আর আজকের কোম্পানিরাজকে বুঝতে গেলে অতি একচেটিয়া ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যকে বুঝতে হবে। এই ফিন্যান্স পুঁজির গতি অর্থাৎ আরও মুনাফার খোঁজে নিত্যনতুন বাজার তৈরির প্রয়াস কে বুঝতে হবে। বিশেষত দু'-দু'টো বিশ্বযুদ্ধের পরে পুরনো উৎপাদনের ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের বাজারকেও বুঝতে হবে। ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের এই খোঁজ আজকের কোম্পানিরাজের ভয়ংকরতম সন্ত্রাসবাদী চরিত্রকেই উন্মোচন করে। এই ভাবনা দিয়েই জেলা ভাগের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণকে উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে। জেলাকে ভাঙতে হবে, তার কারণ জেলার পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থা, পুরনো বাজার আজকের কোম্পানিরাজকে আর অতি মুনাফা দিতে পারছে না। তাই রাজ্য সরকারের হাত ধরে, প্রশাসনিক সুবিধার নাম করে জেলাগুলিকে ভেঙে কোম্পানিরাজের অতি মুনাফার জন্য বাজার তৈরি করা। সেই অনুযায়ী অতি মুনাফার স্বার্থে মুর্শিদাবাদের মূল সম্পদ কৃষির ওপর করায়ত্ত করা। পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজেদের অতি মুনাফার স্বার্থে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া। নয়া পরিকাঠামোর নামে বা উন্নয়নের নামে একচেটিয়া পুঁজির বিনিয়োগের রাস্তা খোঁজা। ফলে, টুকরো টুকরো করে দাও মুর্শিদাবাদকে। একাধারে, জেলাকে কয়েকটা ভাগে ভেঙে উন্নয়নের নামে নানান অনুৎপাদিত ক্ষেত্রে কর্পোরেট লগ্নির মৃগয়া ক্ষেত্র তৈরি করা। অপরদিকে, রাষ্ট্রীয় দানবীয় কালাকানুন, নানান ধরনের বাহিনী ও এজেন্সি গুলিকে আরও কঠোর, কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী করে জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লড়াইগুলিকে গুড়িয়ে দেওয়া। সাথে সাথে বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে ও CAA প্রয়োগ করে এলাকাগত ভাবে জেলার ব্যাপক মুসলিম জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নানান এজেন্সি দিয়ে প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত করা, যাতে অধিকার আন্দোলনে ব্যাপক মুসলিম জনগণ কোনোভাবেই ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে।

মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ মূলত কৃষিভিত্তিক জেলা। জেলার মাঝখান দিয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদীর দুই পার্শ্ববর্তী এলাকার এক অংশ রাঢ় অঞ্চল ও অপর অংশ বাগড়ি অঞ্চল বলে খ্যাত। রাঢ় অঞ্চল মূলত ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। আর বাগড়ি অঞ্চল মূলত অর্থকরী ফসল অর্থাৎ পাঠ সহ সমস্ত সবজির জন্য খ্যাত। এইসব এলাকায় তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের বদান্যতায় উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষি নিবেশের খরচ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। অন্যদিকে, উৎপাদিত পণ্যের দাম অনেক পেছনে পড়ে যায়। নয়তো একদম স্থিতিশীল বা অনড় হয়ে যায়। এইভাবে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য কৃষি সঞ্চয়ে ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করে। ফলে, কৃষকদের জীবনের মান উন্নত হওয়ার বদলে নিম্নগামী হতে থাকে। একদিকে কৃষিতে ইনপুট অর্থাৎ চাষের মেশিন, রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের ফলে বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। বাজারে এসবের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। বড় জমির মালিক ও ধনী কৃষকের মধ্যে থেকে নতুন গজানো পুঁজিবাদমুখী জমিদার বাদ দিয়ে সাধারণ বিপুল সংখ্যার কৃষক এই দামি কৃষি ইনপুট গুলি আর বাজার থেকে কিনতে পারে না। ফলে সাধারণ কৃষকরা ক্রমশ এই বড় জমির মালিক বা পুঁজিবাদমুখী জমিদারদের হাতের মুঠোয় চলে যায়। গ্রামে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে, কিন্তু এই অনুপ্রবেশ

বিদ্যমান পুরনো শোষণ ব্যবস্থাটিকে অতি মুনাফার প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেয়। এতদিন পর্যন্ত এভাবেই মুর্শিদাবাদের কৃষি থেকে বিভিন্ন কোম্পানিরাজ উদ্বৃত্ত মূল্য চুষে নিতো। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র কৃষি থেকে এই উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে কোম্পানিরাজরা আর ফুলে ফেঁপে ঢোল হতে পারছে না। অতি মুনাফার জন্য লগ্নি পুঁজিকে মুর্শিদাবাদের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও কেন্দ্রীভূত করতে হবে, নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু বাজার নয়, জমি, ফসল ও বাজারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। তার জন্য জেলা ভাগ করে এলাকা অনুযায়ী ফসলের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। রাঢ় এলাকায় ধানের ওপর কব্জা করতে হবে। বাগড়ি এলাকার পাট সহ সমস্ত লাভজনক সবজির ওপর সম্পূর্ণ কব্জা করতে হবে। নীল চাষের মত প্রত্যেক এলাকায় লাভজনক ফসল চাষের জন্য বছরের পর বছর দাদন দিয়ে, চুক্তি করে, জমি ফসল ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। তার জন্য জেলা ভাগ করে বিভিন্ন এলাকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়াই বর্তমানে বড় বড় টাকার হাঙর কর্পোরেটগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য আগে থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করা। ইতিমধ্যেই, মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মহাকুমা জঙ্গিপুরকে পুলিশ জেলা করা হল। আর পুলিশ জেলা হওয়ার পর-পরই ফারাক্কার ১০০০ বিঘা আম লিচু বাগানের ওপর চারলক্ষ ভোল্টের তার নিয়ে যাওয়ার নামে আদানি পুরো জমিটাকেই করায়ত্ত করছে। কারণ চার লক্ষ ভোল্টের তার নিয়ে যাওয়ার অর্থ, ওই জমিতে এলাকার চাষীরা আর চাষ করতে পারবে না। আদানি এটা করলো সম্পূর্ণ জঙ্গিপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের সহযোগিতায়। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে যে কৃষকরা প্রতিরোধ করেছিল, পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গেল। ভয়ংকরভাবে পেটালো। হুমকি দিল। মিথ্যে মামলায় কেস দিল। প্রতিরোধ ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হলো প্রশাসনের সমস্ত বাহিনীকে। এটা থেকেই বোঝা যায় মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ কার স্বার্থে? আর অর্থনৈতিক স্বার্থটাই বা কী?

মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ ও এই ভাগের নামে জেলার নাম পরিবর্তন আসলে মুর্শিদাবাদবাসীর গণসংস্কৃতির ওপর এক নক্কার জনক আক্রমণ। আজকের শাসক শ্রেণী এটা ভালো করেই জানে যে, ভারতের শাসক বিরোধী লড়াইয়ের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার সংগ্রামে মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ি এলাকার কৃষকদের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। কোম্পানিরাজ বিরোধী সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ, ফরাজি আন্দোলন ও নীল বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদের জনগণের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদের কৃষকদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে তেভাগা কৃষক আন্দোলনে বাংলার চাষীদের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদের কৃষকরাও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকবিরোধী এক জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে এক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জমি ও ফসলের ওপর কৃষকের অধিকারের প্রশ্নে নকশালবাড়ি কৃষকের সাথে মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার কৃষক ও যুবকরাও এগিয়ে আসে বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে। ভীত, সন্ত্রস্ত ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী তদানীন্তন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানান কালাকানুন ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাহায্যে মুর্শিদাবাদের জনগণের মত প্রকাশের অধিকার ও সংগঠন করার অধিকারের ওপর এক মর্মান্তিক আক্রমণ চালায়। ভুয়া সংঘর্ষে হত্যার পাশাপাশি জেলার প্রতিটি থানা ও বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বন্দিদের হেফাজতে হত্যা ও অত্যাচারের এক-একটি কেন্দ্রস্থল। ১৯৭১ - ৭২ সালে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে তদানীন্তন সরকার ঠান্ডা মাথায় বারো জন রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করে। জেল হেফাজতেও হয় নির্বিচারে গণহত্যা। মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীও সারা বাংলা তথা সারা দেশের সাথে পায়ে-পা মিলিয়ে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নবগঠিত এপিডিআর-এর মুর্শিদাবাদ শাখা রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এত রাষ্ট্রীয় অত্যাচারও মুর্শিদাবাদের জনগণের হার না-মানার মানসিকতাকে কোনভাবেই আঘাত করতে পারেনি। ফলে, বামফ্রন্টের সময়েও মুর্শিদাবাদবাসী অধিকার বুঝে নেওয়ার সংগ্রামে কোন অংশেই পিছিয়ে ছিল না।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে কর্পোরেটের সাথে মিলে তদানীন্তন রাজ্য সরকারের উন্নয়নের নামে কৃষকের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের কৃষক-ছাত্র-লেখক-শিল্পী, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে গর্জে ওঠে। কৃষকের জমির অধিকারের প্রশ্নে নন্দীগ্রামের কৃষক সংগ্রামের পক্ষে জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংহতি আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রায় একই সময়ে লালগড় আন্দোলনের সংহতিতেও নানান কর্মসূচি জেলায় পালিত হয়। কোন অ্যারেষ্ট, রিঅ্যারেষ্ট, কালাকানুন, পুলিশি হামলা দিয়ে মুর্শিদাবাদের জনগণের লড়াইয়ের এই অদম্য মানসিকতাকে কোনভাবেই আটকানো যায়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়েও তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলির কোন রকম মদত ছাড়াই এনআরসির বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদবাসীর ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল রাজ্যের শাসক দল ও তার পেটোয়া পুলিশবাহিনী। দিল্লির বুকে আছড়ে পড়া নয়া কৃষি আইন বিরোধী ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের সংহতিতে মুর্শিদাবাদের নানান এলাকায় রাজ্য প্রশাসনের হুমকিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলে মুর্শিদাবাদের লড়াকু কৃষক জনগণ। নিজেদের শক্তিতে NH-34 অবরোধও করে। তাই রাষ্ট্রীয় মদত পুষ্ট উচ্ছেদ, অত্যাচার

ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুর্শিদাবাদবাসীর এই ঐতিহাসিক ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভেঙে ফেলার চক্রান্তে সামিল হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে এক দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে এক অদম্য মানসিকতায় রুখে দাঁড়ানোটাই মুর্শিদাবাদবাসীর গণ সংস্কৃতি। জেলা ভাগের নামে মুর্শিদাবাদের নাম দেশের মানচিত্র থেকে, ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মুর্শিদাবাদ বাসির এই লড়াকু অদম্য মানসিকতাকে আঘাত করা।

বিশেষত হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার ধ্বজা উড়িয়ে আজকের ভারত রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধিত্বকারী শাসক দল মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর এক ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসছে জেলার নাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। এটা বুঝতে হবে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে। মুর্শিদাবাদ নামের সাথে জেলার মুসলিম জনগণের এক লড়াকু ঐতিহাসিক অধ্যায় জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম থেকে এখনো পর্যন্ত শাসকের অত্যাচার বিরোধী প্রতিটি লড়াইয়ের সাথে জড়িয়ে আছে মুর্শিদাবাদের বিপুল মুসলিম জনগণ। জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তার ঐতিহাসিক নিদর্শন। বর্তমান ভারত রাষ্ট্র এই মুসলিম জনগণের সমস্ত বেঁচে থাকার অধিকারকেই কেড়ে নিতে চাইছে। একাদিকে, যেমন মুসলিম সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করে মত প্রকাশের অধিকারের ওপর নামিয়ে নিয়ে আনছে সরাসরি আক্রমণ, অপরদিকে, রাষ্ট্রীয় এজেন্সি ও বাহিনী নামিয়ে বাংলাদেশী জঙ্গি তকমা দিয়ে জেলার সাধারণ মুসলিম জনগণকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বছরের-পর বছর ধরে কারাগারে পচিয়ে মারছে। দিনের পর দিন বিচারের নামে চলছে প্রহসন। তাই মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ ও তার নাম পরিবর্তন জেলার মুসলিম জনগণের কাছে অনৈতিক এক চরম বঞ্চনা। এক বিরাট অধিকারহীনতা। এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

আসলে, এই জেলা ভাগ জনগণের কোন অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য নয়। এই জেলা ভাগের মধ্যে দিয়ে কৃষকরা জমি ও ফসলের ওপর নিজেদের অধিকার বিস্তার করতে পারবে না। এই জেলা ভাগের মধ্যে দিয়ে আত্মহত্যায় সামিল কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে না। এই জেলা ভাগ ফারাক্কার বিস্তীর্ণ আম লিচু বাগানের ওপর কর্পোরেটের জবরদস্তি আগ্রাসনের বন্ধ করবে না। এই জেলা ভাগ পুলিশি হেফাজতে অত্যাচার ও জেল হেফাজতে হত্যা বন্ধ করবে না। এই জেলা ভাগ শয়ে শয়ে বিরোধী মতাবলম্বী যুবকদের মিথ্যা করে পানি কেস (NDPS) দেওয়া বন্ধ করবে না বা তাদের দ্রুত বিচার করে মুক্তির ব্যবস্থাও করবে না। এই জেলা ভাগ নিষিদ্ধকরণের নামে ব্যাপক মুসলিম জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া বন্ধ করবে না বা বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়াও বন্ধ করবে না। এই জেলা ভাগ সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণ জনগণের ওপর বিএসএফের অত্যাচার বন্ধ করবে না। জনগণের ওপর নিপীড়নকারী কালাকানুন ইউ এ পি এ ও নিপীড়নকারী এজেন্সি এনআইএ বাতিল করবে না এই জেলা ভাগ। এই জেলা ভাগ সাধারণ বিপুল সংখ্যক মেহনতী জনগণকে NRC NPR CAA-এর নামে বে-নাগরিক করা বন্ধ করবে না।

আসলে, এই জেলা ভাগ জেলাবাসীর স্বার্থে হচ্ছে না, হচ্ছে কর্পোরেটের স্বার্থে। কৃষকের স্বার্থে হচ্ছে না, হচ্ছে কৃষক নিপীড়নকারীর স্বার্থে। বেকারের স্বার্থে হচ্ছে না, হচ্ছে উন্নয়নের নামে জনগণের জীবন জীবিকা কেড়ে নেওয়ার স্বার্থে। তাই আওয়াজ তুলুন, জেলা কমিশন না-করে বা জেলার জনগণের মতামত না-নিয়ে কোনভাবেই জেলাকে ভাগ করা যাবে না। আওয়াজ তুলুন, মুর্শিদাবাদ জেলার এক ইঞ্চি জমি থেকেও মুর্শিদাবাদ নাম বাদ দেওয়া যাবেনা।

ইতিমধ্যেই এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি সহ অনেকগুলি নাগরিক অধিকার ও সামাজিক সংগঠন যৌথভাবে জেলা ভাগের নামে দেশের মানচিত্র থেকে মুর্শিদাবাদ কে মুছে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে। আপনারাও জেলাবাসীর এই অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হোন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে ভারত ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা

ভারতকে তুলোধোনা করল ১২৯টি দেশ

রঞ্জিত শূর

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রতি সাড়ে চার বছর পরে পরে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা হয় । পরিভাষায় বলা হয় সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা পর্যালোচনা বা Universal Periodic Review। ২০২২ এর ১০ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা। মোট ১৩০ টি সদস্য রাষ্ট্র অংশ নেয়। ভারত সরকারের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল মানবাধিকার রক্ষায় ভারত সরকারের কার্যাবলী পেশ এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির তোলা প্রশ্নাবলী ও সমালোচনার জবাব দেন। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রগুলির তীব্র সমালোচনার মুখে রীতি ভেঙে সভা চলাকালীন মাঝে এবং শেষে দু'বার বক্তব্য রাখতে হয় সলিসিটার জেনারেলকে।

বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে ১২৯টি দেশ মানবাধিকার প্রশ্নে ভারতকে তুলোধোনা করেছে । আমেরিকা

থেকে এস্তোনিয়া, কানাডা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান থেকে গ্রীস- কে নয়! ইউএপিএ আইনের ভয়ংকরতা এবং মানবাধিকার কর্মীদের উপর তার প্রয়োগ ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আমেরিকা কানাডা এস্তোনিয়া সহ বেশ কিছু দেশের প্রতিনিধি। মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সাংবাদিকের অধিকার খর্ব করার বিষয়ে প্রবল আপত্তি তোলেন জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের প্রতিনিধিরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার ইন্টারনেট বন্ধ রাখার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অত্যাচার, জাতিসত্তার অধিকার হরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন একাধিক দেশ । এদের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, চেকোশ্লোভাকিয়া ও গ্রিস। মেক্সিকো প্রশ্ন তোলে এনআরসি নিয়ে। রাষ্ট্রবিহীন মানুষ তৈরীর বিরুদ্ধে, ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির বিরুদ্ধে, বন্দী করে ভিনদেশে ঠেলে দেওয়া নিয়ে ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তনের দাবি জানান। মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি ভারত সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসাম্যের নীতি নিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। বলেন, ভারত সরকার মিথ্যা অভিযোগে মুসলমানদের জেল বন্দি করে রাখে। দাবি করেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধের। ব্রুনেই ও তুর্কিস্তানও একই সুরে অভিযোগ তোলে। বেলজিয়াম দাবি করে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) বিলোপ করা হোক। ২৯ টি দেশের প্রতিনিধি আর দেরি না করে ভারতকে নির্যাতনবিরোধী আইন অনুমোদন করে আইন তৈরির পরামর্শ দেয়। তাদের মধ্যে রয়েছে ঘানা, আঙ্গোলা কঙ্গো, কাজাকস্তান প্রভৃতি দেশ। ১৭ টি দেশ দাবি জানায় ভারত আইন করে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করুক। এদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়া, আইসল্যান্ড, চিলি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা। ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধিরা ভারতে মহিলাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, বৈষম্য ও অসাম্য, নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। জাত পাতের ভিত্তিতে অসাম্য ও বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ফিনল্যান্ড, ইথিওপিয়া, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশ। এনজিও গুলির বিদেশি অনুদান গ্রহণের ব্যাপারে নানা বিধি নিষেধ চাপানোয় প্রবল আপত্তি জানায় অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশ। জেলবন্দী মানবাধিকার কর্মীদের মুক্তির দাবি উঠেছে বারবার। ইতালির প্রতিনিধি দাবি তোলেন, ভারত সরকারের উচিত সিভিল সোসাইটি যাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। যারা মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির উপর হামলা চালাচ্ছে, তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া। ফিনল্যান্ড হুইসল ব্লোয়ার এ্যাক্ট- ২০১৪ কার্যকরী করার দাবি জানায় । মেক্সিকো ও উরুগুয়ে দাবি জানায় মানবাধিকার কর্মীদের রক্ষাকবচ হিসেবে উপযুক্ত আইন বানানো হোক । চেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি মানহানির আইন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে আপত্তি তোলেন। গ্রীসের প্রতিনিধিও দাবি করেন, মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিকদের জন্য নতুন আইন করুক ভারত সরকার। কোস্টারিকার প্রতিনিধি প্রতিনিধি তথ্য জানার অধিকার আইন সংশোধনের দাবি জানান। অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমেও তথ্য পাওয়ার দাবি জানান।

এবারের পর্যালোচনায় খুব জোরের সঙ্গে উঠেছে ধর্মান্তর বিরোধী আইন ও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিষয়টি। বিভিন্ন সরকারগুলো ধর্মান্তর নিয়ে নিজস্ব আইন বানিয়ে সংখ্যালঘুদের ধর্ম আচরণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরা নেদারল্যান্ডস, ভার্টিক্যান, আমেরিকা, ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ভারতকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আচরণের পরামর্শ দেন।

একটিমাত্র বিষয়ে ভারতের প্রশংসা শোনা যায়। ভারতে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত যে কোন মহিলা গর্ভপাতের অধিকার আছে, ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধি এই রায়কে অভিনন্দন জানান।

প্রশ্ন উঠতেই পারে এসব তো হলো কিন্তু এরপর কী? সাড়ে তিন ঘন্টার চর্চার সারাংশ সুপারিশ আকারে যাবে ভারত সরকারের কাছে। তারপর? ২০১৭ সালেও এরকম পর্যালোচনা হয়েছিল । তারও আগে দুবার হয়েছিল । খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এইবারের পর্যালোচনায় উঠে আসা অনেক বিষয়েই আগেও আলোচিত হয়েছে কিন্তু লাভ হয়নি। বস্তুত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার পরিস্থিতি খারাপই হয়েছে। তাহলে লাভ কী এসব করে?

সারা দুনিয়া জুড়ে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা, তথাকথিত মহামারীর আশঙ্কা, সবমিলিয়ে মানবাধিকারের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুনিয়াজুড়ে মানবাধিকার কর্মীদের উপর আক্রমণও বাড়ছে। এই অবস্থায় দুনিয়ার বহু দেশ থেকে মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানবাধিকার কর্মীদের মুক্তির দাবি জানানো এবং সর্বোপরি মানবাধিকার কর্মীদের সারা বছরের কাজকে, তাদের তোলা ইস্যুগুলোকে এতগুলো দেশ সমর্থন জানাচ্ছে - এটা নিশ্চয়ই ভালো লাগার বিষয়। কিন্তু সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য উপায় খোঁজাটা জরুরী। শুধু একাডেমিক চর্চার বিষয় নয় মানবাধিকারের ফলিত প্রয়োগই আসল। সেই রাস্তা খুঁজে বের করাটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

[তথ্যসূত্র: thewire.in এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা]

জুটমিল শ্রমিকদের দুরাবস্থা আজও অপরিবর্তিত

দেবাশিস পাল

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরনো শিল্প পাটকল। ব্রিটিশ আমলে তৈরী গঙ্গার দুধারে বৃহৎ পাটকল, যা আজও চলমান, বেশীরভাগ পাটকলই জুট-ফড়ে কাম-মালিকের হাতে। ফলতঃ একটা তৈরী পরিকাঠামো, মালিকানা পরিবর্তনের ফলে যাদের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে, তারা শুধু মুনাফা ছাড়া অন্য কোনদিকে তাকায় না। না, শ্রমিকের প্রতি দায়বদ্ধতা, না, জুটমিলের সামগ্রিক উন্নতির প্রতি কোন চিন্তা ভাবনা।

পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে প্রথম জুটমিল স্থাপিত হয়, যা বর্তমানে ওয়েলিংটন জুটমিল নামে পরিচিত। ১৮৫৯ সালে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত পাওয়ার লুম চালু হয়। ১৬৩ বছরের পুরনো শিল্প, যে শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী থেকে এখনও পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, উভয় সরকারই CGST ও SGST বাবদ প্রচুর ট্যাক্সের টাকা আদায় করে বর্তমানে চালু প্রায় ৫৫ টি জুটমিল থেকে। অথচ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এই শিল্পের আধুনিকীকরণ ও সামগ্রিক উন্নতিকল্পে কী কংগ্রেস, কী বাম বা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস, কোন সরকারই এই শিল্পের উন্নতি সাধনে কোন প্রয়াস নেননি।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশী জুটমিল রয়েছে। দেশের মোট ৭০টি জুটমিল মধ্যে ৫৯টি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ব্রিটিশরা এই শিল্পের প্রতি নজর দিয়েছিলো যে কারণে, Jute is still now golden fibre & eco friendly, জুট আজও স্বর্ণতন্তু ও পরিবেশ বান্ধব। এর কোন বিকল্প নেই, আজও সমগ্র দেশে Food Corporation of India অর্থাৎ F.C.I এর যত গোডাউন আছে সেখানে চাল গম সহ অন্যান্য খাদ্যশস্য মজুত করতে জুটের ব্যাগ আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। তার সিংহভাগ যোগান দিচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গের জুটমিলগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ NJB (National Jute Board) এর প্রধান দপ্তর কলকাতার পার্কষ্ট্রিটে রয়েছে। এছাড়াও JMDC (Jute Manufactures Development Council) আছে, যারা জুট থেকে খাদ্যশস্যের বস্তা ছাড়া অন্যকিছু সামগ্রী তৈরীর ওপর সহযোগিতা করে। প্রতি বৎসর সল্টলেকের ময়দানে শুধুমাত্র পাটজাত পণ্যের বিক্রির জন্য মেলা হয়। এতদসত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জুট মিলই চটের বস্তা ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদন করে না।

IJMA (Indian Jute Mills Association) মিলের মালিকদের সংগঠন সরকারের কাছে পাটশিল্প টিকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে পরিগণিত করেছে। তার ফলে Provident Fund(ভবিষ্যনিধি)তে শ্রমিকের মজুরীর ১২% প্রদানের বদলে ১০% প্রদান করে থাকে এবং শ্রমিকের মজুরী থেকে ১০% কাটে। এছাড়াও এই শিল্পটাকে রুগ্ন দেখিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নানান আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকে। অথচ, কোন নিয়মের তোয়াক্কা না করে কম মজুরীতে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করে। শ্রমিকদের P.F বাবদ মজুরী থেকে যে টাকা কাটে সেটি সঠিকভাবে জমা দেওয়াহয় না। ESI এর দেওয়া অর্থ ছিল 4.75% ও শ্রমিকের 1.75% (মজুরীর ওপর) সেটাও ২০১৯ সালে মোদী জয়লাভ করার পর কমিয়ে মালিকের 3.25% ও শ্রমিকের 0.75% (মজুরীর ওপর) করেছে। এতদসত্বেও বেশ কিছু জুটমিল ESI বাবদ দে'য়া অর্থও সঠিক সময়ে জমা দেয় না। প্রায় সব জুটমিলেই সর্বাধিক বকেয়া গ্রাচুইটির টাকা। জুটমিলগুলিতে পুরুষদের অবসরের বয়স ৫৮ বছর ও মহিলাদের ৫৫ বছর। অবসরের পর, বছরের-পর, বছর চলে যায় কিন্তু গ্রাচুইটির টাকা অধরাই থেকে যায়। কোটি কোটি টাকা শ্রমিকের গ্রাচুইটি বকেয়া রেখে মসৃণভাবে মালিকপক্ষ মিল চালিয়ে যায়। অথচ, এসব দেখভাল করার জন্য Labour Commissioner এর বিভিন্ন অফিস রয়েছে। যারা Payment of Gratuity Act - 1972 অনুযায়ী শ্রমিকরা যাতে অবসরের পর ৪৫ দিনের মধ্যে গ্রাচ্যুইটি পায় সেটা সুনিশ্চিত করা, Joint labour Commissioner থেকে Deputy Labour Commissioner-এর কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কার্যত অবসরের পর গ্র্যাচুইটির টাকা না পেয়ে সামান্য মজুরিতে শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হয় কোন আনুসাঙ্গিক সুবিধা ছাড়াই। ফলতঃ দেখা যাচ্ছে বেশীরভাগ জুটমিলে ৬০% থেকে ৭০% শ্রমিক কম মজুরীতে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছে। দেখা গেছে, তাঁরাই মোট উৎপাদন প্রক্রিয়ার সিংহভাগ শ্রমিক।

বেশীরভাগ জুটমিল কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে। তাদের অধীনস্থ শ্রমিকেরা মিলের মধ্যে কাজ করলেও, মিল কর্তৃপক্ষের কোন দায় নেই সেইসব শ্রমিকদের জন্য। কারণ তাদের মজুরী প্রদান করে কন্ট্রাকটটররা। অধিকাংশ জুটমিল ফিনিশং বিভাগ, উইভিং বিভাগ যা এখন S-4 লুম বা চায়নালুম নামে খ্যাত, এই দুটি বিভাগ বেশীরভাগ জুটমিল কন্ট্রাকটরদের অধীনে। এই শ্রমিকরা কন্ট্রাকটর প্রদত্ত মাসিক মজুরী ছাড়া অন্য কোন সুবিধা পায় না। এদের না-আছে P.F, না-আছে বোনাস, না আছে পেনশান, না-আছে গ্রাচুইটি। ভয়াবহ বিপুল বেকারত্বের সুবিধা নিয়ে স্থায়ী কর্মস্থান যেখানে কখনই কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করতে পারে না শ্রম আইন অনুযায়ী, সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন এই কাজ করে চলছে জুট মিলের মালিকগুলি।

বেশকিছু জুটমিল চারচাকার ছোট গাড়ীগুলো (ছোট হাতি নামে বেশী পরিচিত) কিনেছে নাইট শিফটের শ্রমিকদের আনার জন্য। এই শ্রমিক আনার জন্য আবার বেশ কিছু দালাল

আছে। এরা মিলে শ্রমিক সাপ্লাই করার জন্য শ্রমিক পিছু ১০ থেকে ২০ টাকা পায়। বিভিন্ন পয়েন্টে যেখানে শ্রমিকেরা জড়ো হয় সেইসব জায়গা থেকে মিলকর্তৃপক্ষের গাড়ী করে বিনা ভাড়ায় এইসব শ্রমিকদের মিলে নিয়ে আসে। এদের ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা মজুরি দেয় ৮ ঘন্টা কাজ করার পর। রাত দশটার মধ্যে মিলে কাজে ঢোকে সকাল ৬টার সময় মজুরি নিয়ে চলে যায়। এই শ্রমিকদের সঙ্গে মিলের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। এভাবে চরম অনিয়ম ও বে-আইনিভাবে মিল চালিয়ে শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে মিল মালিকগুলি। জুট মিলের মুনাফা অন্য শিল্পে সরিয়ে তাঁরা আরও সমৃদ্ধশালী হচ্ছে আর জুটমিল শ্রমিকদের কঙ্কালসার অবস্থা ও দুরবস্থা আরও বাড়ছে।

দেওচা-পাচামির আন্দোলন কোন পথে

শৈলেন মিশ্র

গত ৯ নভেম্বর ২০২১ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দেওচাপাচামি কয়লাখনির কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই খনিকে রাজ্যের স্বপ্ন প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেন। প্রায় ১৪ বর্গ কিলোমিটার বা ৩,৪০০ একর বিস্তৃত , বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, এই কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজ সহ মোট ৩৫ হাজার কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগের ঘোষণা করেন মমতা ব্যানার্জী। তিনি একথাও বলেন যে, গ্রামবাসীরা না চাইলে জোর করে জমি নেওয়া হবে না। এই প্রকল্প করার সময় ২০০৬ সালের ফরেষ্ট আইনে পরিষ্কার লেখা আছে যে গ্রামসভার অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকল্প করা যাবে না। দ্বিতীয়ত পরিবেশ দপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়নি। সেই বিচারে এই কয়লা খনি প্রকল্প বেআইনি।

দেওচাপাচামি এলাকায় মাটির নীচে অনেকটা কয়লা সঞ্চিত আছে, কিন্তু সেই কয়লা তুলে আনার কাজ ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থা বারবার বাতিল করে এসেছে। কারণ হল, এখানে কয়লা আছে অনেক গভীরে। মাটির অনেকটা নীচে প্রথমে আছে অতীব শক্ত পাথরের পুরু স্তর। এই স্তর প্রায় দুশো-আড়াইশ মিটার পুরু। এর তলা থেকে কয়লা খুঁড়ে আনা এক বিপুল ব্যায়সাধ্য ব্যাপার। কয়লার মানও অত্যন্ত নিম্ন। ওই কয়লাতে ছাইয়ের শতাংশ অনেক বেশি। সব মিলিয়ে এই কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-এর একক প্রতি মূল্যও অনেক বেশি হবে।

দেশে আর্থ-সামাজিকভাবে অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা হিসেবে যে-যে জেলাগুলিকে চিহ্নিত করা আছে তার মধ্যে বীরভূম অন্যতম। এখানে যে কোনভাবে বড় ধরণের আর্থিক বিনিয়োগকে তাই আশীর্বাদ মনে হতে পারে। কিন্তু দেওচাপাচামির প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জেলার সাধারণ মানুষের জন্য কোনও আশীর্বাদ নয় বরং এক বিপর্যয়কর ভবিষ্যতের আশংকা হাজির করেছে। এই প্রকল্প এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে জীবন-জীবিকা ও নিজস্ব সামাজিক নির্ভরতার পরিমণ্ডল থেকে উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত জগতে নিক্ষেপ করবে। পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামগঞ্জ ও শহরের জল ও বাতাসকে দূষিত করে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে। দ্বারকা নদী ও দেওচা ব্যারেজের জলের দূষণ বৃহত্তর অঞ্চলের কৃষিতে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করবে। বিনিময়ে তেমন কোনও কর্মসংস্থান কিন্তু এই প্রকল্প থেকে জেলার মানুষ পাবে না। মাটির তলার পাথর ও কয়লা কর্পোরেট গোষ্ঠি ও মাফিয়াদের কুক্ষিগত হবে। কিন্তু নতুন কোন কর্মসংস্থান তাতে হবে না। যতজন মানুষ উচ্ছেদ হবেন তত সংখ্যক মানুষও এই খোলামুখ খনিতে নিয়োজিত হবেন না। অন্যদিকে চারপাশের সামাজিক পরিবেশও বিষিয়ে উঠবে। যে মাফিয়াচক্রের শিকার বগটুই গ্রামবাসীরা হয়েছেন সেরকমই চক্র আরও বড় পরিধিতিতে ক্রিয়াশীল হবে। বৃহত্তর জলবায়ু সংকটের প্রশ্নও জড়িত আছে।

মুখ্যমন্ত্রী বারবার দাবি করে এসেছেন যে এটা সরকারি প্রকল্প। কিন্তু এটাও একটা ধোঁকা। কয়লা উত্তোলনের সরকারি সংস্থা তো এই প্রকল্পের সাথে জড়িত নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ডব্লুবিপিডিসিএলএর মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। কিন্তু ডব্লুবিপিডিসিএল বিদ্যুৎ তৈরির সংস্থা, খনন চালানোর সংস্থা নয়। বলাই বাহুল্য এই সরকারি সংস্থাটির বকলমে আসলে খনিটা যাবে কর্পোরেট কোম্পানির হাতে। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে আদানি কোম্পানির হাতে।

কয়লাখনির বিষয়টা বহুদিন ধরেই এলাকার মানুষ জানতেন এবং প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিলেন। সভা, সেনিমার ইত্যাদি হয়েছিল। বিধানসভায় এই প্রকল্পটি ঘোষিত হওয়ার কয়েক দিন পরেই স্থানীয় মানুষের একটি বিক্ষোভের ছবি সামনে আসে হরিণসিঙ্গা গ্রাম থেকে। নভেম্বরডিসেম্বরে বিভিন্ন বামদল, এপিডিআর সহ গণসংগঠন ও আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের পরিদর্শক দল এলাকার মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়েছিল। তাদের রিপোর্ট থেকে এবং স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের দৃশ্য থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে গ্রামবাসীরা কয়লাখনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে। স্থানীয় স্তরে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা। প্রতিরোধ আন্দোলনের সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তি হিসেবে সামনে এসেছেন সাঁওতাল নারীরা। তাঁরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছেন, বলছেন, এই প্রকল্প তাঁদের জীবনকে তছনছ করে দেবে। এই বিশাল উন্মুক্ত পরিসরের গাছপালা, গরুছাগল, চাষবাস, জাহের থান, কবরস্থান খনিগর্ভে বিলীন করে দিয়ে সরকার কেন তাঁদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা।

কয়লাখনি হবে, সরকার ঘোষণা করেছে। বাংলার ভেঙেপড়া

মুমূর্ষ অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে! কর্ম্মসংস্থান হবে! জ্বভূমি বীরভূম জেলার কঠিন মাটি, ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত জল-হাওয়া'র গুণে গঠিত বলশালী আদিম আদিবাসীরা হাজার বছর ধরে বসবাস করছে এই ভূমিতে। পূর্ব্ব পুরুষের বীর সত্ত্বার কথা বিস্মৃত হয় নাই 'দক্ষিণ বাচাল' বা দেওচা এবং পাচামী'র আদিবাসী মানুষ-জন। গর্জে উঠলো বীরভূমের 'বীর' সিংহের মত। ২২ আগষ্ট, ২০২২, প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করলো। দীর্ঘ্য ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলো আগষ্ট মাসের কঠিন মাটির তীব্র দাবদহকে অঙ্গে মেখে। প্রায় পাঁচ'শ মানুষের এই মিছিলে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। তাঁরাই যে ধারণ করেন বীর সন্তানদের। মাটির মর্ম্ম মহিলাদের মত আর-কে বোঝে! এ পি ডি আর শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, জীবন-জীবিকা অধিকারের দাবীতে এই মিছিলে সঙ্গী হয়েছিল এবং বক্তব্যও রেখেছিল।

বর্তমান তৃণমূল সরকার 'জনকল্যাণ'এর দোহায় দিয়ে পারিতোষিক বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে জমি দাতাদের চাকরী দেওয়ার ঘোষণাও করেছে। এরপরই অক্টোবর ০১ অক্টোবর, ২০২২-এ মহম্মদ বাজার থানার পুলিশ হাজির হ'ল ভাঁড়াকাটা অঞ্চলের শালডাঙ্গা এবং চাঁদপাড়া গ্রামে। সঙ্গে বোরিং মেশিন। সরকারের অভিপ্রায়, দেখে নেবে কত গভীরে আছে সেই 'অমূল্য রতন' কয়লা। দেখে নেবে তার গুণমানও। সেই বোরিং মেসিন কঠিন শিলার ভেদ করতে আসছে না, আসছে আদিবাসী মানুষের মর্ম্মমূল চিরে ফেলতে! এ-কথা বোঝার মত মানবিক মন কী শাসক-সরকারের আছে! দেওচা-পাচামী গ্রামসভা হুল সমন্বয় কমিটি এবং গ্রামবাসীরা একযোগে সেদিন বোরিং-এর কাজের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে। প্রতিবাদ-বিরোধিতার তীব্রতায় পুলিশ বোরিং-এর কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। গ্রামসভার সঙ্গে আলোচনা না-করে কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত কোন কাজ করা যাবে না, সংবিধান প্রদত্ত এই অধিকারের কথা পুলিশকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় গ্রামের মানুষ। এবং গ্রামসভার সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোন আলোচনা প্রশাসন করে নাই, এ-কথাও তাঁরা জানিয়ে দেয়। উপরন্তু, গ্রামসভা পুলিশের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে দাবীপত্র দিয়ে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছে, যে খোলামুখ খনি এই অঞ্চলে করা যাবে না। পুলিশ গ্রামসভাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ইতিমধ্যে কয়েকটি বোরিং হুল মাটির গভীরে ঢুকে গেছে, কাজ করতে না_দিলে মেশিনের ক্ষতি হবে। গ্রামসভা পুলিশের কোন কথা আর শুনতে চায় নাই। বোরিং-এর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, গ্রামবাসী।

সাম্রাজ্যবাদীদের করাল গ্রাস থেকে আদিবাসীদের মুক্তির লড়াই-এর নায়ক বীরসা মুন্ডা। বীরসা মুন্ডার উলগুলান-র স্মৃতি আদিবাসীদের প্রতিবাদে, বিদ্রোহে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁকে স্মরণ করলে আদিবাসীদের বিদ্রোহের তেজ যেন আরও বৃদ্ধি পায়, সন্মুখের দিকে এগিয়ে চলে। দেওচা-পাচামীর আদিবাসীরা বীরসা'র জন্মদিন ১৫ নভেম্বর উদাযাপন করলো ২০২২-এ বিদ্রোহের-প্রতিবাদের দিন হিসেবে। উদযাপনের দিনের সভায় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছে তীব্রভাবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২-বন আইন-এ যেভাবে গ্রামসভার ভূমিকাকে নস্যাৎ করা হয়েছে, তার বিরোধিতা করেছে। খোলামুখ খনির তীব্র বিরোধিতা করেছে। অরণ্যের প্রতি বনবাসীর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সোচ্চার হয়ছে। ঐ সভায় এ পি ডি আর-এর পক্ষ থেকে আমরা উপস্থিত ছিলাম ।

২০০৬ সালের 'বন আইন'-এ আদিবাসী এবং বনবাসীদের গ্রামসভা'র সম্মতি নেওয়ার যে অত্যাবশকীয় শর্ত ছিল তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে ২০২২-এর বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার গৃহিত 'বন আইন'। যা-ছিল জনজাতির ঐতিহাসিক অধিকার অনাচারী সরকারের পৃষ্টপোষকতায় সেই অধিকার চলে গেল কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে। হয়তো সভ্যতাঘাতি এই আইনের বলে আদিবাসীদের সেই 'স্বপ্ন'-এর দিন আবার অধরা হয়ে যাবে।

কেন বারবার আদিবাসীরা, এলাকার মানুষ খোলামুখ খনির বিরুদ্ধে এত সোচ্চার প্রতিবাদ করছে? আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চল খুব বেশী দূরে নয় দেওচা-পাচামী থেকে। এই কয়লা অঞ্চল চলছে প্রায় আড়াই'শ বছর ধরে। কয়লা উত্তোলনের দু'ধরণের পদ্ধতির সঙ্গেই পরিচিত এলাকার মানুষ, দেশের মানুষ। ১) ভূগর্ভস্থ খনি ২) খোলামুখ খনি। বিনিয়োগ বেশী করতে হয় ভূগর্ভস্থ খনিতে। সরকার হোক আর ব্যক্তিমালিকানা হোক শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য অনেক বেশী বিনিয়োগ করতে হয়। শ্রমিকও প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। অন্যদিকে, খোলামুখ খনিতে বিনিয়োগ কম, শ্রমিকও লাগে কম। ফলে, ই সি এল দিনে দিনে ভূগর্বস্থ খনির তুলনায় খোলামুখ খনির দিকে ঝুকেছে। ১৯৭৩ সালে কয়লা খনি জাতীয়করণ হয়। ১৯৭৩ সালে ভূগর্বস্থ খনি ছিল ১৩০টি, খোলামুখ খনি ছিল ৪টি। ২০১৫ সালে ভূগর্বস্থ খনি হ'ল ৯৭টি, খোলামুখ ৬টি। ২০১৯ সালে ভূগর্বস্থ খনি ৫৬টি, খোলামুখ ২৫টি-তে এসে দাঁড়লো। ১৯৭৩ সালে শ্রমিক ছিল ১ লক্ষ ৯৬ হাজার, আর ২০১৯-এ এসে দাঁড়িয়েছে কমবেশী ৬০ হাজার।

আসানসোল অঞ্চলের পান্ডবেশ্বর, জামবাদ, রামনগর, সোনপুরের খোলামুখ খনি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির যেন এক রাক্ষুসে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খনির খোলামুখ তৈরী করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে খনন করে মাটি আর পাথরের ঢিবি ঘিরে আছে সমগ্র অঞ্চলটিকে। মাঝখানে করাল গ্রাসরূপী গর্ত যেন পৃথিবীর ক্ষতচিহ্ন । প্রকৃতির সেই বি-রূপ বীভৎস দৃশ্য যেন মানুষের হাহাকার তুলে দিয়েছে। মানুষ-তো উচ্ছেদ হয়-ই, সেই ভূমি নিস্প্রাণ, শ্মশাণে পরিণত হয়েছে। প্রাণের চিহ্ন

বিহীণ করে তুলেছে ঐ অঞ্চলগুলিকে। ঐ অঞ্চল দূর থেকে দেখে অনুভব হবে না, কোন সর্বনাশের মুখে সেই মানুষ'রা দাঁড়িয়ে আছে। করালীর হাঁ-মুখে ধীরে ধীরে লয় হয়ে যাচ্ছে এখানকার মানুষ। তাঁর জীবনের সব অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে সরকারের নীতি, ক্ষয়ে যাওয়া প্রাণ নিয়ে ওই মানুষ'রা মরে বেঁচে আছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কী পৃথিবী জুড়ে মানুষ খোলামুখ খনির বিরোধিতা করছে। অথচ তৃণমূল সরকার কর্ম্মসংস্থানের নাম করে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির হাল ফেরানোর দোহায় দিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মুখকে পোড়ামুখ করে দিতে চাইছে। বিনিয়োগ কম, নিরাপত্তা বাবদ খরচ কমিয়ে জীবনের মূল্যে উন্নয়ন চাইছে সরকার! আদিবাসী সমাজের বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করেছে এই কারণে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। দেওচা-পাচামী কয়লা এলাকায় খনি বিরোধিতায় দু'টি সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে। ১) দেওচা-পাচামী গ্রামসভা হুল সমন্বয় কমিটি ২) বীরভূম জমি-জীবন-জীবিকা-প্রকৃতি বাঁচাও মহাসভা। দেখা যাচ্ছে, দেওচা-পাচামীতে সরকার পুলিশ নিয়ে এসেও বোরিং করতে পারছে না। এখানে কাজ করছে হুল সমন্বয় কমিটি। দেওয়ানগঞ্জ, হরিণসিঙ্গা অঞ্চলে সরকার বোরিং-এর কাজ চালাতে সমর্থ হয়েছে। এখানে সক্রিয় আছে মহাসভা সংগঠন। কেন এমন হচ্ছে! বিপদ-তো সবার। এলাকার মানুষ অনুমান করছে, সরকারের বিভিন্ন রকমের পারিতোষিক, খনির পিছনের 'আসল মালিক'-এর অর্থ এন জি ও-এর নামে কারও কারও হস্তগত হচ্ছে। ফলে কোথাও 'মৃদু আন্দোলন' কোথাও তীব্র আন্দোলন অনুভূত হচ্ছে। সরকার পক্ষ ও কর্পোরেট মিডিয়া জোরালো প্রচার শুরু করে যে, স্থানীয় মানুষেরা পুনর্বাসন প্যাকেজে অত্যন্ত খুশি হয়ে সানন্দে জমি দিয়ে দিচ্ছে। ২০২২-এ আন্দোলনের প্রথম দিকে, দেওয়ানগঞ্জে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হওয়ায় লোকাল পুলিশ করোনা বিধির ধুয়ো তুলে বিক্ষোভকারীদের ৯ জনের বিরুদ্ধে কেস দেয় এবং কয়েক দিন পর, শাসক দলের দ্বিতীয় এক প্রভাবশালী আদিবাসী নেতার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে কয়লাখনির পক্ষে শ্লোগান তুলে এলাকায় মিছিল নিয়ে ঢোকে। জেলা প্রশাসন এইভাবে রাজ্যবাসীকে বার্তা দিতে চাইছিল যে গ্রামবাসীরা কয়লাখনির পক্ষে আছে। কিন্তু স্থানীয় মহিলারা সরাসরি এই মিছিলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে। তাঁরা শাসকদলের মিছিলের পথ আটকে রুখে দাঁড়ায়। পুলিশ বাহিনী লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ জন মহিলা কমবেশী আহত হন। ময়নামতি সরেন পুলিশের লাঠিতে আহত হয়ে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে হারান। কর্পোরেট মিডিয়ায় খবরটি কোনও গুরুত্ব না পেলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে।

২১০০০ মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে, ঐ এলাকার পরিবেশ ধ্বংস করা হবে, বাতাস বিষাক্ত করা হবে, আর গ্রামসভার অনুমতি নেওয়া হবে না সেটা হওয়া উচিত না। কিন্তু বাস্তবে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে এই প্রকল্প। এবং বড় ধরণের সংঘাত না হলেও পুলিশ প্রশাসনের দমনপীড়ন যথেষ্ট জোরালো মাত্রাতেই আছে। এবং এক বছর হতে চলল গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ জারি আছে।

দেওচা-পাচামী এই মুহূর্তে দু'ধরণের বিপজ্জনক সত্য'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ১) প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সর্বাত্মক করতে সব দল সব গোষ্ঠি এক হওয়ার চেয়ে পাশাপাশি এসে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার ছিল। হয় নাই। আদিবাসীদের প্রকৃতিজাত নিঃস্বার্থ সাহস কাজে এল না, এই পর্যন্ত। সবই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, দায় থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু গতানুগতিক ভাবে দেখে যাচ্ছে নাগরিক সমাজ। ২) সরকারের বিভ্রান্তিকর প্রচার। পয়সা দিয়ে আনুগত্য ক্রয়, এন জি ও-দের মধ্য দিয়ে টাকা দিয়ে আন্দোলনকে বাস্তবতার ধোঁয়া দিয়ে মৃদু করে দেওয়া। ফলে কোথাও আন্দোলন তীব্র কোথাও মৃদুরূপে।

তৃতীয় এক সত্য আছে। এভাবে তো দিন যাবে না। আঘাত এসেছে আদিবাসীদের উপর। ছেড়ে কথা বলে নাই তাঁরা। এই ভারতের দিকে দিকে আছে তার উদাহরণ। শুধু একটু সমন্বয়। সব দল, গোষ্ঠির।

NPR এর কাজ কি চুপিসাড়ে চলছে?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের ভোগপুঞ্জ মৌজার ভোগপুঞ্জ গ্রামে জমির পরচার সঙ্গে আধার ও মোবাইলের লিংকেজ প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রথমে গ্রামবাসীদের বলা হয় 'কৃষক বন্ধু কার্ড'র জন্য এই লিংকেজ। পরে তাদেরকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে কৃষক বন্ধুর কার্ডের সঙ্গে পরচা, আধার ও মোবাইলের লিংকেজ এর সম্পর্ক কী? তাঁদের এক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফোন মারফত বলেন যে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি সেন্সাসের কাজ। এই সেন্সাস এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কৃষি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনার দিকে যাবে।

কিন্তু তার সঙ্গে আধার এবং মোবাইল লিংকের সম্পর্ক কী? এইসব প্রশ্ন করায় তারা পিছিয়ে যায় এবং তারা গ্রামের মানুষদের চাপে যে লিংক গুলো ইতিমধ্যে করেছে সেগুলো ডিলিট করা হয়েছে বলে জানায়(!) এবং তাঁরা পরবর্তীকালে আসবে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নিয়ে, এইরকম কথা বলে তাঁরা চলে যায়! এভাবেই কি চুপিসারে NPR হচ্ছে? সজাগ থাকুন।

তথ্যানুসন্ধান ১

হকারদের উপর রেল পুলিশের অমানবিক অত্যাচার ও জুলুমবাজি – সত্য জানতে হকারদের কাছে

এপিডিআর নবদ্বীপ শাখা(প্র.ক)

রেল-হকারদের উপর রেল সুরক্ষা বাহিনীর অমানবিক কাজের সঠিক তথ্য জানতে হকারদের কাছে গিয়েছিলেন এপিডিআর নবদ্বীপ শাখা(প্র.ক)-র তিন সদস্য সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গনেশ দেবনাথ ও প্রতাপ চন্দ্র দাস। ২৫/১০/২০২২, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬ টা, মালঞ্চ পাড়া।

কাটেয়া-ব্যাণ্ডেল রেল-হকারদের উপর রেল পুলিশের(RPF) অত্যাচার ও জুলুমবাজি নিত্য দিনের ঘটনা। রেল-হকাররা তিতবিরক্ত। রেল পুলিশের এই অত্যাচার ও জুলুমবাজি মাঝেমধ্যেই অমানবিকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তেমনই ঘটনা ঘটলো গত ২২ শে অক্টোবর ২০২২, শনিবার, প্রায় দুপুর ১২ টা নাগাদ। কী হয়েছিলো সেদিন আসুন সত্যটা জেনে নিই।

২২তারিখের ঘটনা: নবদ্বীপধাম-মালদা টাউন এক্সপ্রেস নবদ্বীপ থেকে ভোর ৪:৪৫ টার সময় ছাড়ে। ট্রেনটি ৫:২০টা এ কাটোয়া স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেন থেকে জনৈক দুই রেল হকারকে কাটোয়ার দায়িত্বে থাকা রেল পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। এই খবর পেয়ে বেশকিছু হকার ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ধৃত দুই হকারকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। রেল পুলিশ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গালিগালাজ করতে থাকে। তাঁদেরকেও জেলে আটকে রাখার হুমকি দেয়। রেল-হকাররা জানায় তাদের দুই সাথীকে না ছাড়লে তাঁরা ধর্ণায় বসবে। তখন রেল পুলিশ আরও কয়েকজন হকারকে গ্রেপ্তার করে। লাঠি চার্জ করে সকলকে তাড়িয়ে দেয়।

কানাই গড়াই, সুব্রত দেবনাথ, বাপি দেব, কৃষ্ণ পাল নামে হকারদের ধরে ঘরে আটকে রাখে। সকলের মোবাইল কেঁড়ে নেওয়া হয়। ঘরে আটকে রেখে রেলপুলিশ বৈদ্যুতিক লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে, বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে হকারদের। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও দেওয়া হয়। তার সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ-তো ছিলোই। হকারদের উপর প্রায় তিন ঘন্টা ধরে তেরোজন রেল পুলিশ হিংস্র ও অমানবিক অত্যাচার চালায়। রেলপুলিশের বড়বাবু গালাগাল দিতে দিতে হকারদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ট্রেনটা তোদের বাপের নয়, ট্রেনে হকারি করা চলবেনা। ভিক্ষা করে খা।' রেল-পুলিশ আর এক হকার কানাই গড়াইকে বলে, 'তোর বাপের জায়গা জমি থাকে তাতবগিয়ে করে খা। ট্রেনে হকারি করবি না। রাস্তায় ভিক্ষা করে খা।" কানাই গড়াই নামে এক রেল হকারের কাছ থেকে আমরা উপরি উক্ত তথ্যগুলি জানতে পারি। কানাই গড়াই আমাদেরকে জানান, "রেল পুলিশ তাদের এক হকারের পকেটে রিভলভার গুঁজে দেয় এবং এক মহিলা পুলিশকে বলে জামা ছিঁড়তে। এতে করে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে এবং ফাঁসানো হবে যে হকাররা মহিলা পুলিশকে শ্লীলতাহানি করে এবং রিভলবার নিয়ে রেল-পুলিশের উপর আক্রমণ করতে আসে।"

এরপর যাদেরকে মারা হয়েছে তাদের কাছে থেকে ১,১০০ টাকা করে মোট ৩,৩০০ টাকা জরিমানা হিসাবে নেয় কোনোরকম কোনো রসিদ না দিয়েই। এবং জানায় তাদের নামে কেস দেওয়া হবে। এরপর মেডিকেলের জন্য রেলপুলিশ ঐ হকারদের নিয়ে যায় এবং তাদেরকে আগের থেকে ভয় দেখিয়ে বলা হয় তাদের উপর যে মারধর করা হয়েছে তা যেন না বলে। বললে তাদেরকে জেলে পাঠানো হবে। মেডিকেল হওয়ার পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই হলো রেল-হকারদের উপর রেল সুরক্ষা বাহিনী অর্থাৎ রেল-পুলিশের অত্যাচার, তোলাবাজি ও জুলুমবাজির বাস্তব চিত্র।

রেলপুলিশের দায়িত্ব: এখন প্রশ্ন হলো রেল পুলিশের এক্তিয়ার, দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? রেলপুলিশ রেলের যাত্রী সুরক্ষা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। রেলের সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় তা নজরে রাখবে। রেলযাত্রীর সম্পদ যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটাও দেখার দায়িত্ব রেলপুলিশের। কিন্তু আমার দেখছি লোকাল ট্রেনে ধুমপান চলছে, রাতে লোকাল ট্রেনে মদ খেতেও দেখা যায় মাঝেমধ্যেই। অশ্লীল বিজ্ঞাপন থাকে ট্রেনের কামরায়। এগুলো রেল পুলিশ নজরে রাখেন না। নজরে রাখছে কার থেকে কীভাবে টাকা নেওয়া যাবে! তার জন্য হকারদের ধরে প্রায়ই হেনস্থা করে, রসিদ না দিয়েই টাকা তোলে। এগুলো কিন্তু রেল পুলিশের কাজ নয়। রেল পুলিশের এই অমানবিক কাজের বিরুদ্ধে যাত্রী সাধারনের আওয়াজ তোলা দরকার।

রেলপুলিশের মানবতাহীন কাজ: সংবিধান মোতাবেক প্রতিটি নাগরিকের সম্মানের সহিত বেঁচে থাকার অধিকার আছে, জীবন জীবিকার অধিকার আছে। রেল হকাররা ট্রেনে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে হকারি করে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আয় করে অতিকষ্টে কোনো রকমে সংসার চালান। তাঁরা চোর নয়, ডাকাত নয়। কারও কোনো ক্ষতিও করে না। তারা যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে এক ঝুড়ি বাদাম বিক্রি করে, এক গামলা ছোলা বিক্রি করে, যাত্রীদের তৃষ্ণা মেটাতে জলের বোতল বিক্রি করে, গামছা বিক্রি করে, ঝালমুড়ি বিক্রি করে কোনো রকমে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে। আর তাদের উপরই চলছে রেল পুলিশের জুলুমবাজি, তোলাবাজি, অকথ্য গালিগালাজ এবং মাঝেমধ্যেই শারীরিক নির্যাতন। রেলপুলিশের এ-হেন কাজ মানবতা বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, অনৈতিক, এবং রেল সুরক্ষা আইনেরও পরিপন্থী।

তথ্যানুসন্ধান ২

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে সীমান্তবর্তী এলাকার রাজমিস্ত্রি আনিকুল শেখ নিখোঁজে বিএসএফ অভিযুক্ত

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে তেঘরিয়-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী গ্রাম মহালদার পাড়া (বাঁধের ধার)। এই গ্রামের ৫৪ বছর বয়সের এক রাজমিস্ত্রি আনিকুল শেখ নিখোঁজ। পরিবারের অভিযোগ BSF গুলি করে মেরে লাশ গায়েব করে দিয়েছে। এপিডিআর রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখার সভাপতি মোঃ সেলিম শেখ ও সম্পাদক জাকির হোসেন, এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ ও সহ সভাপতি রাহুল চক্রবর্তী ১৩ ই ডিসেম্বর, ২০২২ মঙ্গলবার তথ্যানুসন্ধান করেন। ।

রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখার অন্যান্য সদস্য ও মহালদার পাড়া গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধানী দল আনিকুল শেখের ঘরে পৌঁছায়। একদম সাধারণ দরিদ্র পরিবারের ঘর। আনিকুল-এর স্ত্রী, রুলেখা বিবি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ৭ ই ডিসেম্বর, ২০২২ বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ আনিকুল ২০ টাকা ও একটি মোবাইল (নাম্বার ৭৭১৮৫২৭৩২০) নিয়ে ঘর থেকে নদীর ধারে যাচ্ছে বলে বেরোয়। তারপর আর সে ফিরে আসেনি। আনিকুলের মেয়ে রুকসানা খাতুন বলেন, আব্বু ওই দিন বাড়ি ফিরে না আসলে পরের দিন সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে রুকসানা আসে ও সমস্ত জায়গায় খোঁজ নিতে শুরু করে। তিনি জানান, গ্রামবাসীরা সাত তারিখ বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ আনিকুল'কে বিএসএফ'দের ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে। তারপর প্রায় পাঁচ রাউন্ড গুলির শব্দ গ্রামবাসীরা শোনে। রুকসানা বলেন, 'আমরা নিশ্চিত, আব্বুকে বিএসএফ গুলি করে মেরে লাস গায়েব করে দিয়েছে। যদি এই ঘটনা নাই ঘটতো তাহলে আব্বু যেখানেই থাকুক না কেন, একটা ফোন করে আমাদের জানাতো।' এরপর ৯/১২/'২২ রুকসানা রঘুনাথগঞ্জ থানায় আনিকুলের নিখোঁজ ডায়েরি করেন। থানা থেকে এই নিখোঁজ ডায়েরির কোন কপি রুকসানাকে দেয়নি। আনিকুলের ছোট ছেলে আব্দুল খালেক জানান, গ্রামবাসীরা অনেকেই দেখেছে আব্বুকে বিএসএফ দের নিয়ে যেতে। নির্ঘাত বিএসএফ'রা আব্বুকে মেরে দিয়েছে।

গ্রামবাসী আয়সুদ্দিন শেখ বলেন, এলাকার কিছু বাচ্চারা বলেছে আনিকুলকে বিএসএফ মেরে দিয়েছে। তাছাড়াও উনি বলেন, বিএসএফ গ্রামবাসীদের ওপর চরম অত্যাচার করে। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্য্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসক। কারণ কী জানেন না। আগে এরকম ছিল না। এর সুযোগ নিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা সন্ধ্যা ছ'টা বাজার আগে থেকেই কেউ বাইরে থেকে আসলেই তাকে তল্লাশি করে। মোটরসাইকেল তল্লাশি সব সময় চলে। এলাকার সব ছোট বড় দোকান সন্ধ্যা ছ'টার আগেই বন্ধ করে দিতে হয়। অনেক সময় নামাজ পড়তে যেতে দেয় না। নামাজ পড়তে গেলেও তল্লাশি চালায়। কৃষকরা প্রয়োজনীয় সময়ে চাষ করতে যেতে পারে না। গ্রামবাসী পিয়ারুল শেখ জানান, বিকেল পাঁচটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত প্রতিদিন গ্রামবাসী বন্দিদের মত জীবন যাপন করে। নিজেদের এলাকার এক মুহূর্তের জন্য বাইরে বেরোতে পারে না। নিজভূমে হয়ে ওঠে পরবাসী। নাসরিন খাতুন ও আতাউল শেখ জানান দু'বছর হয়ে গেল, এলাকায় বিএসএফ ভুট্টা চাষ করতে দেয়নি। সকাল আটটা'র পর খাতায় সই করে মাঠে চাষ করতে যেতে দেয়। সমস্ত ডকুমেন্ট অর্থাৎ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড জমা রেখে দেয়। ক্যাম্প পরিষ্কার করে দিতে বলে। না করলেই রীতিমত মারধর করে। রাতে ট্রেনে বাইরে থেকে এলে বা রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কোন ছাত্র পড়ে ফিরলে বিএসএফ প্রচন্ড হেনস্থা করে। এখানে অনেকেই বাইরে রাজমিস্ত্রি ও লেবারের কাজ করে রাতের ট্রেনে অনেকেই বাড়ি ফেরে। সেই সময় বিএসএফ খুব হেনস্থা করে সবাইকে। সন্ধ্যা বেলার নামাজ বাইরে পড়তে গেলেই বিএসএফ'রা মারে। এরপরও না-কী আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার বিএসএফ'র টহলদারির পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীর গোটা জীবনটাই বিএসএফ নরক বানিয়ে দিচ্ছে।

এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান টিম এরপর ১১৫ নাম্বার বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান ক্যাম্পে যায়। এটি একটি প্লাটুন পোস্ট। ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই গণেশ চন্দ্র মাঝি তথ্যানুসন্ধান দলের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান ৭ই ডিসেম্বর, ২০২২ বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিএসএফ এলজিপি ফায়ারিং করে। পাঁচ রাউন্ড গুলি চলে। ঐদিন কিছু লোক গরু পাচার করছিল।তাদেরকে সাবধান করার জন্য উপরের দিকে তাক করে এই ফায়ারিং করা হয়। এই ফায়ারিং এ কেউ হত বা আহত হয়নি। সকলেই বাংলাদেশে গরুগুলোকে ফেলে পালিয়ে যায়। গরু গুলিকে রিকভারি করে ক্যাম্পের সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে। আনিকুল শেখার সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। তাঁরা আনিকুল শেখকে চেনেন না। পুলিশ তাদের জানিয়েছে যে আনিকুল শেখ বলে একজন নিখোঁজ। এখনো পর্যন্ত আনিকুলকে খোঁজার ব্যাপারে তারা সহযোগিতা করেছে। ১৪৪ ধারা ও প্রতিদিন বিএসএফের মানুষের ওপর অত্যাচার নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, ১৪৪ ধারা এলাকায় জারি আছে বলে তিনি কিছুই জানেন না। বিএসএফরা এলাকার মানুষের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করে। চাষ করার সুযোগ করে দেয়। কোন জিনিস যাতে বাইরে পাচার না হয় তার জন্য তারা রীতিমতো পাহারা দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, এখনো পর্যন্ত এলাকার থানার

সাথে তাদের কোন সমস্যা হয়নি। কোন বিএসএফ ক্যাডারের বিরুদ্ধে থানায় কোন কেস কখনো হয়নি। বিএসএফের ৫০ কিলোমিটার টহলদারি বাড়ানো নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

এরপর এপিডিআর টিম এলাকার রঘুনাথগঞ্জ থানায় যায়। থানার দ্বিতীয় অফিসার এপিডিআর টিমের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান, আনিকুল শেখ-এর নিখোঁজের বিষয় নিয়ে শুধুমাত্র ডায়েরিই করা হয়নি, নির্দিষ্টভাবে আনিকুল শেখের মেয়ে রুকসানা খাতুনের অভিযোগ মত এফআইআর করা হয়েছে। সমস্ত থানাতে আনিকুল শেখ-এর ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকার নদীতে ডুবুরি নামিয়ে ও এলাকার মানুষের সহযোগিতায় আনিকুল শেখ কে খোঁজা শুরু হয়েছে। আনিকুল সেখ মৃত না জীবিত এই বিষয়ে তারা এখনো কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি। আনিকুল শেখের পরিবার এফআইআর কপি চাইলে দিয়ে দেওয়া হবে।

তথ্যসন্ধান টিম বিশেষভাবে যে বিষয়গুলি লক্ষ্য করে

১. আনিকুল সেখ গত ৭ই ডিসেম্বর ২০২২ থেকে নিখোঁজ।

২. পরিবার ও গ্রামবাসীর দাবি আনিকুলকে বিএসএফ গুলি করে মেরে লাশ গায়েব করে দিয়েছে।

৩. থানা থেকে পরিবার এখনও আনিকুল শেখের নিখোঁজ হওয়ার এফ আই আর এর কপি পায়নি।

৪. বিএসএফ ইনচার্জ এস আই স্বীকার করেছে যে ৭ই ডিসেম্বর ২০২২ বিকাল পাঁচটার সময় বিএসএফ পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

৫. এলাকার কৃষক সহ সাধারণ জনগণের ওপর বিএসএফের নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ বেশ লম্বা।

৬. বিএসএফের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ লোকাল রঘুনাথগঞ্জ থানায় কোন কেস নেই।

৭. এলাকার জনগণের অভিযোগ, কোন কারণ ছাড়াই জেলাশাসক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে। আর তার সুযোগ নিয়ে বিএসএফ অবর্ণনীয় অত্যাচার জনগণের ওপর চালাচ্ছে।

৮. পরিস্থিতি দেখে মনে হয় কার্যত বিএসএফ এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এলাকার সাধারণ জনগণ নিজে ভূমে হয়ে উঠেছে পরবাসী।

তথ্যানুসন্ধানের পর এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখা সাংবাদিকদের সামনে সমস্ত বিষয়টি তুলে ধরে। সাথে সাথে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২২ জঙ্গিপুরের মহালদার পাড়ার মোড়ে আনিকুলের নিখোঁজে অভিযুক্ত বিএসএফের শাস্তি ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের* *দাবিতে গণ অবস্থান ও এসডিও, এস পি কে গন ডেপুটেশন কর্মসূচির ঘোষণা করে।

১৫ই ডিসেম্বর ২০২২ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখা বিএসএফ দ্বারা এলাকার অত্যাচারিত ব্যাপক জনগণকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের মহালদার পাড়া মোড়ে আনিকুল শেখ'র নিখোঁজে অভিযুক্ত বিএসএফের শাস্তি ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সকাল দশটা থেকে গণ অবস্থান শুরু করে। এই অবস্থানে বক্তব্য রাখে রঘুনাথগঞ্জ দুই শাখার সভাপতি মোঃ সেলিম ও সম্পাদক জাকির হোসেন সহ এলাকার বিএসএফ দ্বারা অত্যাচারিত বেশ কিছু পরিবার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এপিডিআর লালগোলা শাখার সদস্য। বক্তব্য রাখে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য।

দীর্ঘক্ষণ অবস্থান চলার পর এপিডিয়ার রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখা জঙ্গিপুর মহাকুমা শাসক ও জঙ্গিপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট- এর এস পি-কে ব্যাপক পুলিশের ফেরাটোপে নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে গণ ডেপুটেশন দেয়।

এপিডিআর এর দাবি সনদ :

১. অবিলম্বে আনিকুল শেখ কে উদ্ধার করে সর্বসম্মুখে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে।

২. আনিকুল শেখ এর নিখোঁজ হওয়া নিয়ে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

৩. আনিকুল শেখের নিখোঁজে অভিযুক্ত বিএসএফের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. আনিকুল শেখ কে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে আনিকুলের পরিবারের সমস্ত ভরণপোষণের দায়ভার গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিএসএফ টহলদারী পঞ্চাশ কিলোমিটার বৃদ্ধির আইনকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. মুর্শিদাবাদ জেলা শাসককে অবিলম্বে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. বিএসএফকে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট বর্ডার এলাকায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ফিরে যেতে হবে।

৮. বাংলাদেশের সাথে রাজ্য সরকারকে কথা বলে বর্ডার এলাকার জনগণের সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান ৩

ডানকুনিতে হেফাজতে মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

গত ১০ মার্চ ২০২১ ডানকুনি থানা এলাকার স্বরূপনগর লেন ১ এবং লেন ২ এর মধ্যবর্তী নয়ানজুলি খালে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে ঐ যুবককে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা খুন করে নয়ানজুলিতে ফেলে দেয়। এই অভিযোগে স্থানীয় জনগণ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করলে পুলিশবাহিনী তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) – এর একটি প্রতিনিধি দল গত ১১ এবং ১৩ই মার্চ, ২০২১ এই ঘটনার একটি তথ্যানুসন্ধান করে। প্রতিনিধি দলটি মৃত যুবকের পরিবারের লোকজন, স্থানীয় মানুষজন, ঘটনার দিন ঐ মৃত যুবকের যে বন্ধু তার সঙ্গে ছিল এবং ডানকুনি থানার পুলিশকর্মীদের সাথে কথা বলে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) প্রতিনিধিদলের তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাবলী –

১. ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে দুই বন্ধু – মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সুদীপ্ত দোয়ারি (পিতা – তপন দোয়ারি) এবং টেকনো ইন্ডিয়া সল্টলেক ক্যাম্পাসের বিবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র শোহন অধিকারী (পিতা – স্বপন অধিকারী) রাত প্রায় ১টার সময় স্থানীয় স্বরূপনগর ক্লাবে দেখা করে। ক্লাবে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর মোটরবাইকে চড়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে তারা ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে অবস্থিত "হাইওয়ে নেস্ট" কফি শপে একসাথে কফি খেতে ঢোকে। কফি খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাত ৩-৩০ নাগাদ স্বরূপনগর সার্ভিস রোডের উপর স্বরূপনগরের দিক থেকে আসা একটি মুর্গি বোঝাই ভ্যান তাদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। এই নিয়ে ভ্যানচালকের সাথে দুই যুবকের কথাকাটাকাটি হয়। কিছুক্ষণ পর তাদের বাইক ও ঐ মোটরভ্যানটি চলতে শুরু করে, কিন্তু বাইকচালক সুদীপ্ত মোটরভ্যানকে ওভারটেক করতে দেয় নি। ডানকুনি হাউসিং চৌমাথার সামনে গিয়ে ভ্যানটি আবার তাদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। সুদীপ্ত এবং শোহন নেমে প্রতিবাদ জানালে আবার তাদের সাথে ভ্যান চালকের কথাকাটাকাটি শুরু হয়। ঐ চালক অদুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুলিশভ্যানের পুলিশকর্মীদের কাছে সাহায্য চায়। পুলিশ এসে উভয়পক্ষকে মারধোর শুরু করে এবং সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়। এরপর শোহন সুদীপ্তকে স্বরূপনগর লেন ২ – এ অপেক্ষা করতে বলে একটু দুরে মোটরবাইকটি রাখতে যায়।

২. মোটরবাইক এক জায়গায় রেখে শোহন লেন ২ এ ফিরে এসে দেখে পুলিশের উর্দিধারীরা সুদীপ্তকে লেন ১ ও ২ এর মধ্যবর্তী সার্ভিস রোডে ফেলে বেদম প্রহার করছে। শোহনকে দেখতে পেয়েই পুলিশ তাকে তাড়া করে, তখন শোহন পালিয়ে যায়। সেই শেষবারের মতো সুদীপ্তকে জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

৩. ভোর চারটের সময় শোহন আবার ঠিক ঐ স্থানে ফিরে এসে সুদীপ্তর খোঁজ করে। স্বরূপনগর ১ এবং ২ লেন এর মাঝখানে যে নয়ানজুলি আছে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা শোহনকে আটক করে জানতে চায় যে সে এই সময় (ভোর ৪টে) বাড়ির বাইরে কি করছে? শোহন জানায় যে সে খাওয়ার কিনতে বেরিয়েছে। পুলিশ তাকে জানায় যে কেউ একজন নয়াজুলি খালে পড়ে গেছে। তাকে খালে নেমে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে খুঁজতে বলা হয়। নয়ানজুলিতে নেমে শোহন কারও সন্ধান না পেয়ে উঠে আসে, পুলিশ তখন তাকে চলে যেতে বলে।

৪. শোহন পাড়ায় ফিরে গিয়ে তাদের এক বন্ধুকে সমস্ত ঘটনাটি জানায়। সাড়ে ৪টে নাগাদ সেই বন্ধু ও তার মা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান যে তখনও দুজন পুলিশকর্মী টর্চের আলো ফেলে নয়ানজুলির জলে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে। ভোর ৫-৩০- এ, শোহনের আরেক বন্ধু সুদীপ্তর মোবাইল নাম্বারে একটি কল করে। ফোনটি তোলেন ডানকুনি থানার এক পুলিশকর্মী। ফোন তুলে থানা থেকে বলা হয় যে থানায় এসে কাউকে সুদীপ্তর ফোনটি আনলক করে দিয়ে যেতে হবে এবং আগের দিন রাতে বাড়ি ফেরার সময় সুদীপ্তর যে সঙ্গী ছিল তাকে অর্থাৎ শোহনকে তৎক্ষণাৎ থানায় হাজিরা দিতেহবে।

৫. ভোর ৬টার সময় সুদীপ্তর দুই বন্ধু সুদীপ্তর খোঁজ জানতে ডানকুনি থানায় যায়। কিন্তু থানা শুধুমাত্র তাদের জানায় যে সুদীপ্তর মোবাইল ফোনটি তাদের হেফাজতে আছে। এছাড়া থানা কোনও তথ্য জানাতে অস্বীকার করে।

৬. সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সুদীপ্তর খোঁজ নিতে শোহন সুদীপ্তর বাড়ি যায়। শোহন সুদীপ্তর কথা জিজ্ঞাসা করলেও শোহনের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুদীপ্তর বাবা শ্রীযুক্ত তপন দোয়ারি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। শোহন তখন সুদীপ্তর মাকে সুদীপ্তর খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। সুদীপ্তর মা বাড়িতে সুদীপ্তকে না দেখতে পেয়ে তক্ষুনি সুদীপ্তর বাবার মোবাইলে কল করে তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা উমাশঙ্কর পাত্র (হরিবাবু) সুদীপ্তদের বাড়ি আসেন এবং জানান যে সুদীপ্তর কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সুদীপ্তর বাবা সে কথা শুনে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা সিংজির সাথে যোগাযোগ করেন। সিংজি তাঁকে ডানকুনি থানায় যেতে বলেন। থানায় যাওয়ার আগে সুদীপ্তর বাবা তপনবাবু জানতে পারেন যে আগের রাতে সুদীপ্ত শোহনের সাথে কফি খেতে কফিশপে গিয়েছিল।

সকাল ৮-৩০ নাগাদ তপনবাবু ডানকুনি থানায় গিয়ে সুদীপ্তর খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আগের রাতে সুদীপ্তর যে বন্ধু সুদীপ্তর সাথে কফিশপে গিয়েছিল তার অর্থাৎ শোহনের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য (যা তিনি জানতেন) তা পুলিশকে জানিয়ে দেন। পুলিশ সুদীপ্তর উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়।

৭. পুলিশের মারে সুদীপ্তর মৃত্যু হয়েছে – এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোহন ও সুদীপ্তর অন্যন্য বন্ধুরা এবং বহু স্থানীয় মানুষ ঘটনাস্থলে (যেখানে সুদীপ্তকে পুলিশ মারধোর করছিল) জড়ো হন। সকাল ১০টা নাগাদ দুজন পুলিশকর্মী সেখানে আসে এবং কোনো কারণ বা অভিযোগ না দেখিয়েই সেখান থেকে শোহনকে তুলে নিয়ে যায়। দুপুর ১২-৩০ নাগাদ স্থানীয় যুবক এইচি নয়ানজুলি খাল থেকে সুদীপ্তর মানিব্যাগটি খুঁজে পায় যার মধ্যে ছিল সুদীপ্তর রেলওয়ে মাসিক টিকিট ও পরিচয়পত্র, ডেবিট কার্ড এবং কিছু টাকা। সেগুলি সেখানেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে থানায় শোহনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ যখন জানতে পারে যে শোহনের দাদা সায়ন সুদীপ্তর মোবাইল সেটটি পাসওয়ার্ড দিয়ে আনলক করতে পারবে, তখন শোহনের দাদা সায়নকে থানায় ডেকে পাঠানো হয় সুদীপ্তর মোবাইল সেটটি খোলার জন্য। বিকেল ৫-৩০ এ সায়ন ডানকুনি থানায় হাজিরা দেয় এবং ডানকুনি থানার এস আই শ্রীমতী পিয়ালি বিশ্বাসের সামনে সুদীপ্তর মোবাইল সেটটি আনলক করে। সে ওসি শ্রীমতী বিশ্বাসকে আনলকিং প্যাটার্ন বা পাসওয়ার্ডটি জানিয়ে দেন।

৮. সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ডানকুনি থানা ডুবুরী নামিয়ে নয়ানজুলীতে তল্লাশি চালায়। একজন ডুবুরী জানায় যে সে একটি মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। সেকথা জেনেই স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়ে মৃতদেহ না সরাবার দাবী জানাতে শুরু করলে ডুবুরীরা জল থেকে উঠে এসে জানিয়ে দেয় যে তারা কিছুই খুঁজে পায়নি।

৯. রাত ৮-৩০ এ সুদীপ্তর বাবা তপনবাবু ডানকুনি থানায় যান। সেখানে তিনি 'পুলিশ সুদীপ্তকে হত্যা করেছে' –এই অভিযোগে একটি এফ আই আর নথিভুক্ত করাতে চান কিন্তু পুলিশ এফ আই আর নেয় নি। তার বদলে একটি মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয় যার নাম্বার -৫৭৯/০৯/০৩/২১।

১০. রাত ১টার সময় (১০/০৩/২০২১) সুদীপ্তর দাদা সুপ্রিয় দোয়ারি ডানকুনি থানায় গিয়ে সুদীপ্তর মোবাইল সেট ও মানিব্যাগ ফেরত চান। কিন্তু ঐ সময় থানায় উপস্থিত থাকা ডিউটি অফিসার শ্রী সোরেন সেগুলি ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। পুলিশ বাজেয়াপ্ত জিনিষের কোনো তালিকাও সুদীপ্তর পরিবারকে দেবেনা বলে জানিয়ে দেয়।

১১. ১০ মার্চ ২০২১ সকালে পৌরসভার সাফাইকর্মীরা নজুনয়ালি পরিষ্কার করছিল। সকাল ১০টার সময় স্থানীয় মানুষ নয়ানজুলির ঠিক ঐ জায়গাতেই সুদীপ্তর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন যে জায়গায় আগের দিন ডুবুরীরা তল্লাশি করছিল।

১২. সুদীপ্তর মৃতদেহ আবিষ্কার হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দুপুর ২টোর সময় পুলিশ বিক্ষোভরত জনতাকে ব্যাপক লাঠিপেটা করে এবং অবরোধ তুলে দেয়।

১৩. দুপুর ১টার সময় সুদীপ্তর বাবা তপনবাবু থানায় লিখিতভাবে দাবী জানান যে সুদীপ্তর দেহের ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হোক এবং মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে সুদীপ্তর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পরীক্ষা করা হোক।

১৪. বেলা ২টোর পর সুদীপ্তর মৃতদেহ ডানকুনি থানা হয়ে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে আনা হয়।

১৫. সুদীপ্তর মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ নিয়ে পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট নিয়ে সুদীপ্তর দাদা আপত্তি জানালে এ নিয়ে তাঁর সাথে পুলিশের বাকবিতণ্ডা হয়। সুদীপ্তর শরীরে পাওয়া সমস্ত আঘাতের চিহ্ন ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করার পর ব্যাপারটি তখনকার মতো মিটে যায়।

১৬. শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে সুদীপ্তর দেহের ময়না তদন্ত হল না। বিকেল ৪টের সময় দেহটি কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হল।

১৭. পরের দিন ১১/০৩/২০২১ তারিখেও ময়না তদন্ত হল না, কারণ পুলিশ প্রয়োজনীয় নথি ও কাগজপত্র জমা দেয়নি।

১৮. ১২ মার্চ ২০২১ সুদীপ্তর দেহের ময়না তদন্ত হয় এস এস কে এম হাসপাতালে। সুদীপ্তর দাদা সুপ্রিয় এস এস কে এম সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে জানান যে সুদীপ্তর দেহে নির্যাতনের ও আঘাতের চিহ্নগুলি যাতে অস্পষ্ট হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যেই ময়না তদন্ত শুরু হওয়ার আগে দেরী করিয়ে সময় নষ্ট করার জন্য পুলিশ ইচ্ছাকৃত কাগজপত্র আনতে দেরী করে।

১৯. ১০ মার্চ ২০২১ তারিখ সুদীপ্তর বন্ধু শোহনকে তার কাকার উপস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শোহনকে মুক্ত করার সময় তার কাকাকে একটি বন্ড বা মুচলেকায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। সেই মুচলেকায় কি লেখা আছে তা শোহন বা তার কাকাকে জানানো হয়নি।

২০. ডানকুনি থানার পুলিশ এফ আই আর নিতে অস্বীকার করছে - ১১ মার্চ ২০২১ চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে এই অভিযোগ জানানোর পরই ডানকুনি থানা সুদীপ্তর হত্যার এফ আই আর নিতে বাধ্য হয়। এফ আই আরের নাম্বার ছিল ৮০/২১ ইউ/এস ৩০২/২০১/৩৪/আই পি সি।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) তথ্যানুসন্ধান দলের পর্যবেক্ষণ –

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র সুদীপ্ত দোয়ারিকে নৃশংসভাবে পুলিশই হত্যা করেছিল।

২. সুদীপ্তর মোবাইল সেটটিকে আনলক করে পুলিশ সুদীপ্ত ও তার পরিবারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারকে খর্ব করেছে। সুদীপ্তর মোবাইলে এমন কিছু ছবি ছিল যাতে হয়তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা গাড়ি ও মোটরবাইক থামিয়ে তোলা বা ঘুষ নিচ্ছে। সেসব ছবি মুছে ফেলতেই পুলিশ শোহনের দাদাকে দিয়ে সুদীপ্তর মোবাইল সেটটি বে-আইনিভাবে আনলক করায়। সুদীপ্তর মোবাইল সেট বাজেয়াপ্ত করে অবৈধভাবে ব্যবহার করার দায় ডানকুনি থানার সাব ইন্সপেক্টর শ্রীমতী পিয়ালি বিশ্বাসের।

৩. সুদীপ্তর বাবা শ্রী তপন দোয়ারি যখন পুলিশের হাতে নিজ পুত্রের হত্যার অভিযোগ জানাতে যান, ডানকুনি থানা সেই অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে তপনবাবুর আবেদনের ভিত্তিতে চন্দননগরের -কমিশনারের হস্তক্ষেপের পরই ডানকুনি থানা এফ আই আর নেয়। প্রথমবার এফ আই আর না নেওয়ার জন্য দায়ী ডানকুনি থানার ইন্সপেক্টর ইন চার্জ শ্রী তাপস সিনহা।

৪. ৯ মার্চ ২০২১ তারিখ সুদক্ষ ডুবুরীরা নয়ানজুলীতে সুদীপ্তর মৃতদেহ খুঁজে পেল না, অথচ তার পরদিনই ঠিক ঐখানেই স্থানীয় মানুষেরা মৃতদেহ খুঁজে পেলেন। পুলিশ দ্বারা নিযুক্ত ডুবুরীরা পুলিশের নির্দেশেই ইচ্ছাকৃত মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়ার নাটক করেছিল যাতে জলের ভিতর মৃতদেহের পচনের ফলে পুলিশে মারের দাগগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।

৫. ১০ মার্চ ২০২১ তারিখ সকাল দশটার সময় সুদীপ্তর মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়, আর ময়নাতদন্ত হয় দুদিন পর ১২ মার্চ ২০২১ তারিখ বেলা ২টোর সময়। এই ইচ্ছাকৃত সময় নষ্টের কোনো ব্যাখ্যা নেই।

৬. ৯ মার্চ ২০২১ বেলা ১১টা থেকে ১০ মার্চ বিকেল ৫টা অবধি সুদীপ্তর বন্ধু শোহন অধিকারী (পিতা স্বপন অধিকারী)-কে পুলিশ ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বে-আইনিভাবে কোনো কারণ না দেখিয়ে আটক করে রাখে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) – এর দাবী -

১. ডানকুনি থানায় নথিভুক্ত ১২/০৩/২০২১ তারিখের ৮০/২১ নং অভিযোগটির অনুসন্ধানের দায়িত্ব ডানকুনি থানার এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক এবং যেসব পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার সুদীপ্তকে হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে অনুসন্ধান চালানো হোক।

২. সুদীপ্তর হত্যাকারী পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের এবং ডানকুনি থানার আই সি তাপস সিনহা ও এস আই পিয়ালি বিশ্বাসকে সাসপেন্ড/বদলি/বরখাস্ত করতে হবে যাতে এঁরা হত্যাকাণ্ডটি ধামাচাপা না দিতে পারেন।

৩. মৃত সুদীপ্ত দোয়ারির বন্ধু শোহন অধিকারীকে বে-আইনিভাবে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে আটক রাখার ঘটনারও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

৪. মৃত সুদীপ্ত দোয়ারির পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান দলের সদস্যবৃন্দ –

অরুণ মুখার্জী, রাংতা মুন্সি, কমল দত্ত, সঞ্জীব আচার্য্য, জয়দেব দাস, অরিজিত গাঙ্গুলি।

তথ্যানুসন্ধান ৪

হেপাজতে হত্যা: কৃষ্ণনগর শাখার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

মাত্র ২৫ দিনের ব্যবধানে দুজন বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঘটলো দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে। প্রথমজন জীবন রায়। বয়স ৫২ বছরের, বাড়ি গাজনা বাজার ,পোস্ট গাজিনা ,থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। গত 4 9 2022 এ নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন হাঁসখালি পিএস কেস নম্বর ৮৭৮/২২ তারিখ 4 9 2022 এপিডিয়ার এর তথ্যে উঠে আসে মিথ্যা মামলায় ভদ্রলোককে জড়ানো হয়েছিল। প্রথমে রানাঘাট সংশোধনাগারে ও পরে ২৫ .৯. ২০২২ এ দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থান হয় ওয়ার্ড নম্বর ৩/৭ এ। ওই ওয়ার্ডেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৭/৯/২২ তারিখে। গলায় গামছার ফাস লাগানো ছিল। স্ত্রী পদ্মা রায় হাঁসখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জি ডি নং ৫৪১ ,তারিখ ৯/১১/২২. দমদম জেল কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রাফিক মেসেজ পাঠায় যে ধীমান রায় আত্মহত্যা করেছেন হাসখালি থানা মারফত। যেখানে জেল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন এটি একটি হেফাজত মৃত্যু । এপিডিয়ার এর সহায়তায় ধীমানবাবুর স্ত্রী পদ্মা রায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং নদিয়া জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটির অফিসে ভিকটিম কমপেনশন স্কিমে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন।ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের রির্পোট পাওয়া গেছে । ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগাল সার্ভিস অথরিটিতে সমস্ত ডকুমেন্টস সহ আবেদন পত্র জমা দেয়া হবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত দিয়ে ভাঙ্গামলা গ্রামের । নাম দিলীপ দুর্লভ বয়স ৬২ বৎসর । গ্রামীণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্রচন্ড মারখান এবং কৃষ্ণনগর জেলা হসপিটালে ভর্তি হন ৩১.১০.২২ তারিখে। ওই দিনই অসুস্থ অবস্থায় তাকে কৃষ্ণনগর কোর্টে পাঠানো হয় মিথ্যা মামলায়। কোতোয়ালি পিএস কেস নম্বর ১১৩২/ ২০২২ কোর্ট থেকে স্থানান্তরিত করা হয় কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে ।২৯.১১.২২ তারিখে তাকে আবার কোর্টে প্রডিউস করা হয় কোর্ট থেকে ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রথমে সংশোধনাগারের হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কৃষ্ণনগর জেলা হসপিটাল এ পাঠানো হয়।হসপিটাল এর ডাক্তার বাবু তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখা প্রথমে সংশোধনাগারের সুপারিনটেন্ট,হসপিটাল কর্তৃপক্ষ ,মৃতর বাড়ির এবং গ্রামে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তথ্যনুসন্ধান করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কামিনী দুর্লভ এবং পুত্র পিন্টু দুর্লভ কে দিয়ে অভিযোগ দায়ের করান হয। জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটিতেও ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত করান হয় এপিডিয়ারের সহায়তায়। এখনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। পি.এম নং ১৪৬৩ তারিখঃ ১.১২.২২. একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু কেস রুজু হয়। U/D Case No-662/22 Dt.30.11.22

উক্ত তথ্যনুসন্ধান দলে ছিলেন: ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি,নব কুমার ঘোষ,তাপস চক্রবর্তী ও অমিতাভ সেনগুপ্ত মৌতুলী নাগ সরকার ,জ্যোর্তিময় পাল

তথ্যানুসন্ধান ৫

ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে মেডিকেল কলেজে ছাত্র আন্দোলন

(ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলনের উপর হামলার খবর পেয়ে আজ এপিডিআর-এর তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল মেডিকেল কলেজে যায় এবং আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে। কোন কর্তৃপক্ষকে পাওয়া যায়নি। সেই কারণে তাঁদের সঙ্গে কোনো রকম কথা বলা যায়নি।)

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন গত ছয় বছর ধরে হয়নি। ছাত্রদের বক্তব্য, শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৬ সালে।

সেটা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। তারা দাবি তুলতে থাকে অবিলম্বে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করতে হবে এবং সেই মতো তাঁরা আন্দোলন ও সংঘটিত করে। আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে

২২/১২/২০২২ ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই মর্ম্মে কর্তৃপক্ষ নোটিশও জারি করে। হঠাৎ ডিসেম্বর মাসের শুরুতে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন সংসদ নির্বাচন করা যাবে না! কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি বলে ছাত্রদের অভিযোগ। গত ৩/১২/'২২ তাঁরা প্রিন্সিপালসহ অন্যদেরকে ঘেরাও করে। সেই ঘেরাওয়ের মধ্যে হসপিটালের নার্সদের ইনচার্জও ঘেরাও হন। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন যেহেতু কর্তৃপক্ষ বা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নার্সেস ইনচার্জ কোনভাবেই যুক্ত নন, তাই তাঁকে আবেদন করেন ঘেরাও স্থল থেকে চলে যেতে। কিন্তু ছাত্রদের কথায় কর্ণপাত না করে প্রিন্সিপালের কথায় তিনি ওখানে থেকে যান।

এরপর শুরু হয় কুৎসা, মিথ্যা এবং অপপ্রচার, কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে। রটিয়ে দেওয়া হয় যে, প্রথমতঃ এই ঘেরাওয়ের ফলে হাসপাতালে পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও ছাত্রদের সঙ্গে হাসপাতাল পরিষেবার কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ নার্সদেরকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংগঠিত করে ছাত্রদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

তৃতীয়তঃ রোগীর পারিবারদের ও পরিকল্পনা করে ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্বভারতীর উপার্চায্যের অপসারণ জরুরি

বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের তুঘলকি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক -কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করছেন। লড়ছেন শান্তিনিকেতন বাসীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা। গত 23 শে নভেম্বর ফের ছাত্র-ছাত্রীকে সাসপেন্ড করেছেন, একজন শিক্ষককে ছাঁটাই করেছেন। তাদের অপরাধ তাঁরা নাকি উপাচার্যকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন।তার আগেও ছাত্রছাত্রীদের দফায় দফায় সাসপেন্ড করেছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলন ও আদালতের আদেশে সেসব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র পাঁচিল তুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বার্থপর দৈত্যের বাগানের পরিণত করতে চেয়েছেন। ঐতিহ্য বাহী পৌষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় যেকোনো মূল্যে গৈরিকীকরণের কর্মসূচি চাপিয়ে দিতে চাইছেন। কিছুদিন আগে তাঁকে দেখা গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ইট ছুড়ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের গালাগাল করা তাঁর নাকি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। উপাচার্য হওয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এই ভদ্রলোকের। এই রাজ্যের অধিকার রক্ষা সংগঠন হিসেবে বিশ্বভারতীর আন্দোলনরত ছাত্র-শিক্ষক -কর্মচারী ও শান্তিনিকেতন বাসির আন্দোলনকে এপি ডি আর পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

সংগঠন সংবাদ

বেলডাঙা শাখা

আপনারা অনেকেই জানেন, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ব্লক মূলত কৃষিভিত্তিক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানকার জনগণ এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা রাখে। আজও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত বেলডাঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের নিরীহ সাধারণ কৃষককে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে নানান কেস দেওয়া আছে। বিজেপি নেতৃত্ব নুপুর শর্মার মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যকে ঘিরে বেলডাঙ্গা, রেজিনগর ও শক্তিপুরে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তাতেও বেলডাঙ্গার অনেক সাধারণ মানুষকে নানা রকম মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তাপস চক্রবর্তীকে সাথে নিয়ে তার তথ্যানুসন্ধানও করে। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসককে মিছিল করে গণ ডেপুটেশনও দেয়।

এত সমস্যায় ঘেরা, অধিকার হীনতায় ভুক্তভোগী বেলডাঙ্গায় নানা সাংগঠনিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে এপিডিআর বেলডাঙ্গা শাখা আবার পুনর্গঠিত হয়েছে।

গত ১৬ ই ডিসেম্বর, ২০২২ বেলডাঙ্গার বড়ুয়ার মোড়ে বেলডাঙ্গা শাখা সারের দাম বৃদ্ধি, কালোবাজারী ও সিএএ বিরোধী একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় বেলডাঙ্গা শাখার সদস্য ও নানানভাবে অধিকারহীন কৃষকের জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো।

সভায় উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন, শাখা সভাপতি নিখিল ব্যানার্জী, শাখা সম্পাদক মহম্মদ করিম বক্স, শাখার বহু পুরোনো সদস্য শুধাংশু শাহিদ সহ নানান শাখা সদস্য ও এলাকার দুইজন সাধারণ কৃষক। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ সম্পাদক আব্দুল গণি সারের কালোবাজারী ও সিএএ নিয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষক অধিকারহীনতার চিত্র অসামান্যভাবে তুলে ধরে। একটি গান দিয়ে বেলডাঙ্গা শাখার প্রতিবাদ সভাটি শেষ হয়।

বহরমপুর শাখা

গত ১০ ই ডিসেম্বর, ২০২২ এপিডিআর বহরমপুর শাখা, বহরমপুরের গোরাবাজার আইসিআই স্কুলের মোড়ে একটি পথসভার আয়োজন করে। নানান অধিকারকে সামনে রেখে শাখার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রঙিন পোস্টার পথ চলতি মানুষের আকর্ষণ কাড়ে।

পথসভাটিতে বক্তব্য রাখে শাখার সহ সভাপতি তরুণ পাল। উনি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন অধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে জনগণের মানবাধিকারের ওপর আঘাত করছে ও অধিকার আন্দোলনগুলিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তা ব্যাখ্যা করেন বহরমপুর শাখার প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমানে শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য বিদ্যুৎ ব্যানার্জী।

মানবাধিকার সনদ ও আজকের প্রাসঙ্গিকতাকে ধরে বক্তব্য রাখেন এপিডিআর সাগরদিঘি শাখার সভাপতি ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মহম্মদ আজাদ। অধিকার আন্দোলনে বহরমপুর শাখার ভূমিকা ও এপিডিআর এর ৫০ বছর নিয়ে আলোচনা করে শাখা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী। শাখা সদস্য ও পথ চলতি মানুষের জমায়েত, এলাকার লোকেদের দাঁড়িয়ে থেকে বক্তব্য শোনা পথসভাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

দৌলতাবাদ শাখা

গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের সন্নিকটে বালি ব্রিজ মোড়ে এপিডিআর দৌলতাবাদ শাখা মানবাধিকার দিবস কে কেন্দ্র করে একটি সভার আয়োজন করে। সভাটিতে এলাকার আদিবাসী থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক ও যুবকদের জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো।

সভাটিতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন শাখার সভাপতি হামিদ সরকার। উনি বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনগণের নানান অধিকারের ওপর যে আক্রমণ তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। উনার আলোচনায় এলাকার আদিবাসীদের জমির সমস্যা ও সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশি অত্যাচার বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় উঠে আসে। এরপর বক্তব্য রাখে শাখা সদস্য হাসিবুল ইসলাম। উনার বক্তব্যে মুর্শিদাবাদের জনগণের মত প্রকাশের অধিকারের ওপর ব্যাপক আক্রমণের চিত্রটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়। মুর্শিদাবাদবাসীর গর্বের জায়গা হল মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগের নামে মুর্শিদাবাদ নামটি দেশের মানচিত্র থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হন হাসিবুল ইসলাম।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে অধিকারের চিত্রটি বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে তুলে ধরেন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক ও এপিডিআর কান্দি শাখার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সরকার। বহরমপুর শাখা সম্পাদক ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি রাহুল চক্রবর্তী বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা ও এনআরসি এনপিআর সিএএ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি ও ইউএপিএ, এনআইএ বাতিলের বিষয়টিও তাঁর আলোচনায় উঠে আসে।

এলাকার ছোট বড় দোকানদার সহ সাধারণ পথ চলতি মানুষ দৌলতাবাদ শাখার সভাটিকে কেন্দ্র করে যে ভিড় জমিয়েছিল, তা ছিল দেখবার মতো। সভার শেষে দেওয়া স্লোগান এলাকার জনগণকে ভালই উদ্দীপ্ত করে তোলে। অনেকেই গলা মেলাতে থাকেন।

মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখা:

একবছর আগে মহম্মদ আতিস নামে এক যুবককে ফোন চুরির অপবাদে পিটিয়ে মেরে নালায় ফেলে রেখেছিল নাদিয়াল থানার কাছাকাছি অঞ্চলে। প্রথমে পুলিশ মহম্মদ আতিস এর পরিবারকে পাত্তা দেয়নি। পরে মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার পক্ষ থেকে থানায় বারবার যাওয়ার ফলে তিন জন এ্যারেষ্ট হয়।মাস ছয়েক আগে আকরাম আলী সর্দার নামে একটি ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে। তাকে ও চুরির অপবাদে পিটিয়ে সারারাত হাজিরতন অঞ্চলে রাস্তার ধারে ফেলে রেখেছিল। তারপরে সে মারা যায়।এই কেসটা তৃণমূলের নেতা ও পুলিশ ফাঁড়ির লোকের সাথে সালিশি করে টাকা পয়সা দিয়ে মিটিয়ে নেয়। কিছু করা যায়নি। ছয়-সাত মাস আগে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে মহম্মদ শাকিব নামে এক যুবক খুন হন।তাঁর স্ত্রীর সাথে তৃণমূল নেতার ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। প্রতিবাদ করায় তাঁকে খুন হতে হয়। ঘটনা রবীন্দ্র নগর থানা অঞ্চলে ঘটে। রবীন্দ্র নগর থানা তৃণমূল নেতাদের চাপে কেস চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার সদস্যরা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা সম্পাদকের সাহায্যে তদন্ত করে এবং মৃত যুবকের আত্মীয় বন্ধু,পাড়ার লোকজনকে নিয়ে বিরাট মিছিল বার করে থানায় যায় এবং পথসভা করে। তখন পুলিশ ঐ মৃত যুবকের স্ত্রী আর তৃণমূল নেতার ভাইকে এ্যারেষ্ট করে। দুমাস আগে আইয়ুব নগর এলাকায় ধার শোধ করতে না পারার জন্য এক যুবককে হুমকি এবং ভয় দেখানো হয়। ছেলেটি সুইসাইড করে এই ঘটনাতেও এখানকার শাখা ও যুবকের বাড়িতে যায় এবং থানায়ও যায়। কিন্তু পুলিশ সুইসাইড মতেই স্থির থাকার জন্য কিছু করা যায়নি। কিছুদিন আগে মিনারা খাতুন নামে এক মহিলা জানান, তাঁর নিজের কেনা বাড়ি অবৈধ ভাবে বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পূর্বতন জমির মালিক। সেটা নিয়ে কোর্টে কেস চলছে। তাসত্ত্বেও পাড়ার তোলাবাজরা পুলিশের সাহায্যে সেই বাড়ির পাঁচিল ভেঙে একটা ক্লাবঘর বানিয়ে সারা দিনরাত উৎপাত করছে অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিল।এখন বিভিন্ন মহলে এবং থানায় শাখার পক্ষ থেকে চিঠি পত্র দেওয়ার জন্য পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। এইরকম অজস্র ঘটনা ঘটে।সব খবর পাওয়া যায়না আবার পেলেও সব ঘটনার সমাধান করা যায় না।

বেহালা শাখা:

গত ১১ ডিসেম্বর, ২০২২ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার প্রবীণতম সদস্য গৌরাঙ্গ দে (৮৮)। প্রতিবেদন সহ শাখার সাংগঠনিক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, উপস্থিত সকল সদস্যই সাংগঠনিক বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

ঐদিন দ্বিতীয় পর্বে 'সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদু) স্মারক বক্তৃতা'ও অনুষ্ঠিত হয়। 'স্মারক বক্তৃতা'র বিষয় ছিল 'দেউচা-পাচামী'তে সরকারের খোলামুখ খনি প্রকল্পঃ বিপন্ন পরিবেশ ও জীবন জীবিকার অধিকার' বক্তা ছিলেন সমাজকর্মী উদ্ভাস দাস। দেউচা-পাচামীর গ্রামবাসীরা জমি না-দেওয়ার পক্ষে কীভাবে গ্রামসভা বানিয়ে গণআন্দোলনের মাধ্যমে ও আইনি প্রক্রিয়ায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা বক্তা এদিনের সভায় বিশদে তুলে ধরেন।

এছাড়া ১৬-২৫, ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বেহালা বইমেলাতে শাখা অংশগ্রহণ করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি:

২/৮/২২, গোচরণ-দক্ষিণ বারাসাত শাখা> বিলকিস বানুর ঘটনা, বারুইপুর জেলে ৪ বন্দি খুনের বিরুদ্ধে, রাজস্থানে শিক্ষক দ্বারা দলিত ছাত্র খুনের বিরুদ্ধে, বিএসএফ কর্মীর ধর্ষণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ বারাসাত এলাকায় পোস্টার লাগানো হয়।

৩/৮/২২, জেলা কমিটির উদ্যোগে বারুইপুর জেলে চার যুবকের মৃত্যুর ব্যাপারে ৫ সদস্যের তথ্যানুসন্ধানী দল ঘুটিয়ারি শরিফ ও কুড়ালিতে দুই মৃতের পরিবারে যায়।

৮/৮/২২, জেলা কমিটির উদ্যোগে বারুইপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও এসডিও ডেপুটেশন। হেফাজতে চার বিচারাধীন বন্দির মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ মিছিল হয়।

১০/৮/২২, মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখা মহেশতলায় বারুইপুর জেলে মৃত সাইদুল মুন্সীর বাড়িতে যায়।

১৫/৮/২২, মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৫/৯/২২, জেলা কমিটির উদ্যোগে ঘুঁটিয়ারী শরিফ ১নং ষ্টেশনের পাশে পথসভা।

বিষয়ঃ বারুইপুর জেলের সুপারের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করা, জেলে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান।

১৫/৯/২২, মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার উদ্যোগে সন্তোষপুর বাজারের রেলগেটের কাছে প্রতিবাদ সভা।

বিষয়ঃ বারুইপুর জেলের সুপারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করা, অভিযুক্ত জেল কর্মীদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবিতে।

১৭/৯/২২, জেলা কমিটির উদ্যোগে শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে ঘুঁটিয়ারী শরিফে ঘরোয়া বৈঠক সংগঠিত হয়।

২৪/৯/২২, গোসাবা এলাকায় অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষজনের কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয় গোসাবা শাখা (প্রস্তুতি কমিটি)।

২৫/৯/২২, অধ্যাপক সুধাকর সর্দারের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠনের মন্দিরবাজার থানায় স্মারকলিপি প্রদানে ডায়মন্ড হারবার শাখার অংশগ্রহণ।

১,২,৩,৪ অক্টোবর, পূজোয় বুক স্টল।

মেটিয়াবুরুজ-মহেশতলা শাখার উদ্যোগে আক্রা ষ্টেশনের পাশে বুক স্টল।

জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে প্রিয়নাথের মোড়ে বুক স্টল দেওয়া হয়।

ডায়মন্ড হারবার শাখার পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার শহরে বুক স্টল দেওয়া হয়।

২১/১০/২২, কুলতলি-মৈপীঠ শাখা, প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় মৈপীঠের ঘরোয়া সভায়।

২২/১০/২২, ২০১৯ সাল থেকে '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের বকেয়া প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা। কুলতলীর চিতুড়ি বনদপ্তর এখন ও সেই টাকা পরিশোধ করে নি। বকেয়া মেটানোর দাবিতে এবং ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বন্ধ না করার দাবিতে জয়নগর শাখার উদ্যোগে ও জেলা কমিটির সহযোগিতায় বনদপ্তরে বিক্ষোভ সহ ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

২৫/১০/২২, কাকদ্বীপ হাসপাতালে ২৪অক্টোবর রাত এবং ২৫ অক্টোবর সকালের মধ্যে চার নবজাতকের মৃত্যুর ব্যাপারে হসপিটাল সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, কাকদ্বীপ নামখানা শাখা (প্রস্তুতি কমিটি)-র পক্ষ থেকে।

২৭/১০/২২, কাকদ্বীপ নামখানা শাখা প্রস্তুতি কমিটি র পক্ষ থেকে শিশু মৃত্যুর বিরুদ্ধে হাসপাতাল চত্বর ও এসডিও অফিসের সামনে পোষ্টার মারা হয়।

২৮/১০/২২, শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের দাবিতে কাকদ্বীপ এসডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

২৮/১০/২২, কাকদ্বীপ হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠানো হয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

২৮/১০/২২, রাতের অন্ধকারে টেটোত্তীর্ণ শিক্ষক পদ প্রার্থীদের ওপর নির্লজ্জ পুলিশি অভিযানের বিরুদ্ধে, মেধা তালিকায় নাম থাকা সব প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার দাবিতে, অধ্যাপক জিএন সাইবাবা সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গড়িয়া ৪৫বি বাস স্ট্যান্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় গড়িয়া শাখার উদ্যোগে।

২৯/১০/২২, সোনারপুর শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

৩/১১/২২, মেটিয়াবুরুজ-মহেশতলা শাখার প্রতিবাদ সভা।

প্রতিবাদী নাগরিক সংগঠনকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করার বিরুদ্ধে, রাজ্য প্রশাসনকে উপেক্ষা করে NIA-এর সংখ্যালঘু হয়রানির বিরুদ্ধে মেটিয়াবুরুজ পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে পথসভা।

৬/১২/২২, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে মহেশতলা মেটিয়াবুরুজ শাখার পথসভা মেটিয়াবুরুজ কিলখানা মোড়ে।

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখা

২৩/১১/২২ ডানকুনি পুলিস দ্বারা সুদীপ্ত দুয়ারির হত্যার প্রতিবাদে শ্রীরামপুরে হুগলী জেলা কমিটির দুটি পথসভা

০৪/১২/২২ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুঁচুঁড়া শাখার ৩টি পথসভা (চকবাজার/ ব্যান্ডেল চার্চ/ পিপুলপাতি)

১১/১২/২২ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে শ্রীরামপুর শাখার ২টি পথসভা (শেওরাফুলি/ বৈদ্যবাটী চৌমাথা)

১৩/১২/২২ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ত্রিবেনী-বাঁশবেড়িয়া শাখার পথসভা

১৪/১২/২২ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঘড়ির মোড়ে অবস্থান, উপস্থিতি ৫৪

১৮/১২/২২ চন্দননগরে হরিপদ মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা- ২০২২ (বক্তা- অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, বিষয়: জনবাদী রাজনীতি- প্রাপ্তিযোগ 'বনাম' অধিকার) উপস্থিতি- ৬১

কৃষ্ণনগর শাখা:

গত 16 ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করে কৃষ্ণনগরে শহরব্যাপী টোটো প্রচার ও পথসভা করা হয় । রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি,দানবীয় আইন বাতিল ,এন আর সি ,এন পি আর ,সি এ এ বাতিলের দাবিতে ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আক্রমনের বিরোধীতা করে সারা শহর জুড়ে প্রচারাভিযান চলে।

১৯ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর শাখার সহ সভাপতি শ্রী মনোতোষ মুখার্জীর স্মরণ সভা হয় । এই সভায় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকেন রাহুল চক্রবর্তী । এছাড়াও মনোতোষ দা যে সংগঠনগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন সেই প্রতিটি সংগঠনের সদস্য এবং তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ট পাঁচজন সহযোদ্ধার উপস্থিতিতে এই সভা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে । মনোতোষ দার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার অঙ্গীকার করে কৃষ্ণনগর শাখা । কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিজেন্দ্র কক্ষে আয়োজিত এই সভায় মোট ষাটজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত সংগঠনগুলি ছিল সংগ্রামী কৃষক মঞ্চ, দ্বারকানাথ কোর্টনিস কমিটি, ডঃ নরম্যান বেলুন ব্লাড ডোনারস ' অ্যাসোসিয়েশন, শ্রমিক কৃষক একতা মঞ্চ, নো এন আর সি মুভমেন্ট, তীরন্দাজ নাট্যদল, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন(নবপর্যায়) ও এ আই টি ইউ সি সি।

২০ বছর আগে পুলিশের গুলিতে সঞ্জয় চক্রবর্তীর হত্যার ক্ষতিপূরণ

৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ রাত ১২-৩০ নাগাদ সঞ্জয় চক্রবর্তী নামে এক যুবক ও তার দুই বন্ধু জি টি রোড ধরে শ্রীরামপুর থেকে বেলুড়ে যাচ্ছিলেন। পথে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ সঞ্জয় চক্রবর্তীর দুই বন্ধুকে দাঁড় করায়। সঞ্জয় একটু এগিয়ে বালি খালের সেতুর উপর অপেক্ষা করতে থাকে। উত্তরপাড়া থানার ঐ পুলিশেরা মোবাইলে কনস্টেবল পূর্ণেন্দু সামন্তের সাথে যোগাযোগ করে সঞ্জয়কে আটকাতে বলে এবং দুজন পুলিশ সঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বালি খালের সেতুর উপরে গিয়ে তারা গুলিবিদ্ধ মৃত সঞ্জয়কে পায়। মৃত সঞ্জয়কে উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়। সঞ্জয় চক্রবর্তীকে হত্যা করার পরে পূর্ণেন্দু সামন্ত তার নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে নিজের পায়ে গুলি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো যে সঞ্জয় তাঁকে গুলি করার পরে সে আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছিল। ২০০৮ সালের ১৮ই এপ্রিল মাসে এই মামলার রায়ে পূর্ণেন্দু সামন্তের যাব্বজীবন সশ্রম কারাদন্ডের ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো দু বছর কারাদন্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে পূর্ণেন্দু সামন্তের আপিল খারিজ হয়।

সঞ্জয় চক্রবর্তীর বৃদ্ধা মা নির্মলা চক্রবর্তী সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ক্ষতিপূরণের আবেদন করে কোনো সুরাহা না পেয়ে অবশেষে ২০০৯ সালে কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। সরকার বিভিন্ন ভাবে মামলা দেরী করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৭ই জুলাই, ২০১৫ মাননীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় ২০১৫ সালেই। ইতিমধ্যে নির্মলা চক্রবর্তী মৃত্যু হয় ১৬ই অক্টোবর, ২০২০। ২০২২ সালে তাঁর বড় ছেলের মৃত্যু হয়। অবশেষে এই মামলায় গত ২৩/১২/২০২২ তারিখে মাননীয় বিচারপতি টি এস শিবাঙ্গনম ও মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্মলা চক্রবর্তীর জীবিত দুই ছেলেকে ষাট দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্মলা চক্রবর্তীর এই লড়াইয়ে প্রথম দিন থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির হুগলী জেলা কমিটি তাঁর পাশে থেকেছে। সমিতির বন্ধু আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী ও মেহবুব আহমেদ একটি পয়সাও না নিয়ে, এমনকী কাগজপত্রের খরচ নিজেরা দিয়ে, ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এই মামলা না চালিয়ে গেলে এই জয় অর্জন করা অসম্ভব ছিল।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

মুখবন্ধ

যেহেতু, সমগ্র মানব সমাজের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার সমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তির ভিত্তি।

যেহেতু, মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ফলে এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে যার ফলে, মানবজাতির বিবেক লাঞ্ছিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ কাঙ্খিত পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে, যেখানে সকল মানুষ বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি পাবে।

যেহেতু, নিপীড়ন এবং অত্যাচারের কারণে মানুষ বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে তাই, অপরিহার্য ভাবে আইনের অনুশাসনের দ্বারা মানবাধিকার কে রক্ষা করতে হবে।

যেহেতু, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়াস অবশ্য কর্তব্য।

যেহেতু, বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশের লক্ষ্যে সমাজের অগ্রগতি ও উন্নত জীবন ধারণের প্রয়াস চালানোর জন্য অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্ররা পুনঃ নিশ্চিত করেছে মৌলিক মানবাধিকার, মানব মর্যাদা, নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি।

যেহেতু, রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্ররা রাষ্ট্রপুঞ্জের সহযোগিতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বিন্যাসের উন্নতির প্রয়াসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যেহেতু, এই অঙ্গীকারে অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহর বাস্তবায়নের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতার উপলব্ধি।

এজন্য এখন, সাধারণ পরিষদ,

এই

সর্বজনীন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্র প্রচার করছে।

এই ঘোষণা সাফল্যের সাধারণ মানদন্ড হিসেবে সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রচারকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পাঠ এবং শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি সম্মান জাগ্রত করতে হবে। সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের জাতিগুলি যথাযথভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি যথাযথভাবে আদায় করবে।

ধারা-১

সকল মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারেও স্বাধীন। প্রত্যেকেই যুক্তি এবং বিবেক দ্বারা চালিত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বে মর্যাদা প্রদর্শন করবে।

ধারা-২

এই ঘোষণা পত্রে বর্ণিত সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতামত জাতীয় অথবা সামাজিক স্তরে, সম্পত্তি জন্মসূত্রে ও অন্যান্য সামাজিক মর্যাদা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে। এছাড়াও ব্যক্তির দেশ এবং অঞ্চল, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্থাৎ স্বাধীন অছি ও স্বশাসিত অথবা সীমাবদ্ধ সার্বভৌম যাই হোক না কেন তা ওই ব্যক্তির প্রতি বিরূপ প্রভাব পড়বে না।

ধারা-৩

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের মুক্ত এবং দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার আছে।

ধারা -৪

কোন মানুষ দাসত্ব বা দাস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। সমস্ত রকমের ক্রীতদাস এবং দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা -৫

কোন ব্যক্তিকে দৈহিক-নিপীড়ন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি দেওয়া চলবে না।

ধারা -৬

প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্বত্র আইনের চোখে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার আছে।

ধারা -৭

আইনের চোখে সবাই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তি কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই সুরক্ষার জন্য আইনের সুযোগ সমানভাবে পাবে। এই ঘোষণা লংঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই সমান সুরক্ষার অধিকার আছে।

ধারা-৮

প্রত্যেকের সংবিধানে বা আইনের প্রদত্ত অর্জিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জাতীয় ট্রাইবুনালের কাছে কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকার আছে।

ধারা -৯

কাউকেই খেয়াল খুশিমতো গ্রেপ্তার, অন্তরীণ করা বা নির্বাসনে পাঠানো যাবে না।

ধারা -১০

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অধিকার ও দায়িত্ব এবং তার বিরুদ্ধে আনিত অপরাধমূলক অভিযোগের সত্যতা

নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচারের প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা -১১

১) দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি আইন অনুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হবার অধিকার থাকবে এবং বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সব প্রয়োজনীয় সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২) এমন কোন কাজের জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজের জন্য ওই সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ওই কাজ দণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল না। অপরাধের সময় নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে গুরুতর শাস্তি কখনোই দেওয়া চলবে না।

ধারা -১২

কোন ব্যক্তির গোপনীয়তায়, পারিবারিক, গৃহ ও চিঠিপত্রর বিষয়ে খেয়াল খুশি মতো হস্তক্ষেপ এবং তার সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এই ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই আইনি সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে।

ধারা -১৩

১) নিজ রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সমেত যে কোনো দেশ থেকে পরিত্যাগ করা এবং দেশের প্রত্যাবর্তনের অধিকার আছে।

ধারা -১৪

১) প্রত্যেক ব্যক্তি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং আশ্রয়ে থাকবার অধিকার রয়েছে।

২) এই অধিকার অরাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং নীতির পরিপন্থী কাজ থেকে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে নাও পাওয়া যেতে পারে।

ধারা -১৫

১) প্রত্যেকেরই জাতীয়তাবোধের অধিকার রয়েছে।

২) কাউকেই ইচ্ছামতো জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং ইচ্ছামত জাতীয়তা পরিবর্তন করার অধিকার অস্বীকার করা যাবে না।

ধারা-১৬

১) বর্ণ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এবং নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার তৈরি করার অধিকার আছে বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, বিবাহ বিচ্ছেদ সব ক্ষেত্রেই সমান অধিকার থাকবে।

২) ইচ্ছুক পুরুষ এবং নারীর পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে।

৩) যেহেতু পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী একক, তাই প্রত্যেক পরিবারের অধিকার রয়েছে রাষ্ট্র এবং সমাজ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার।

ধারা -১৭

১) প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পত্তি লাভের অধিকার আছে- এককভাবে বা যৌথভাবে।

২) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা -১৮

প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতায় অধিকার আছে, ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা, এককভাবে বা অন্যদের সাথে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, মিলিতভাবে শিক্ষা দান,পূজা, রীতি পালনের মধ্যে দিয়ে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা -১৯

প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তা করা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার আছে। বিনা বাধায় এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে চিন্তা এবং তথ্যের সন্ধান করা এবং প্রেরণ করা এই সবই অধিকারের মধ্যে পড়ে।

ধারা -২০

১) প্রত্যেকের ই শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণ করা এবং সংগঠন করার অধিকার আছে।

২) সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা -২১

১) প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারের অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সমান অধিকার আছে।

৩) জনসাধারণের ইচ্ছাই হবে সরকারি কর্তৃত্বের ভিত্তি। নিয়মিত সময় অন্তরে অবাধ, সর্বজনীন, গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ইচ্ছা প্রকাশিত হবে।

ধারা-২২

সামাজিক সদস্য হিসাবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। এই অধিকার অর্জন করতে হবে জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত।

ধারা -২৩

১) প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেবার, সুস্থ পরিবেশে কাজ করা এবং বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

২) কোনরকম বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেরই একই কাজে একই বেতন পাবার অধিকার আছে।

৩) প্রত্যেকেরই ন্যায্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে পারিশ্রমিক পাবার অধিকার আছে, যাতে নিজে এবং তার পরিবার মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে, প্রয়োজনে অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্তর সুযোগ পেতে পারে।

৪) নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগঠনে যুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা -২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর গ্রহণের অধিকার আছে। যুক্তিসম্মত নির্দিষ্ট কাজের সময় ও নিয়মিত ব্যবধানে সবেতন ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে।

ধারা -২৫

১) প্রত্যেকে তার নিজের এবং পরিবারের জীবনধারণের মান পর্যাপ্ত পরিমাণের অধিকারী হবে। এই অধিকারের মধ্যে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণমূলক সুযোগ এবং বেকারত্ব, অসুস্থ, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য বা অন্য যে কোনো অনিবার্য অসহায়তার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অধিকার।

২) প্রত্যেক নারী তাদের মাতৃত্ব এবং শিশু তাদের শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন এবং সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে। বিবাহ অথবা বিবাহ বহির্ভূত যে কোনো শিশু সমান ভাবে সামাজিক সুরক্ষার অধিকারী।

ধারা -২৬

১) প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি শিক্ষা হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।সাধারণভাবে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহজলভ্য হবে। উচ্চশিক্ষা, সকলের জন্য মেধার ভিত্তিতে সমান সুযোগ থাকবে।

২) শিক্ষার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানবিক বিকাশ, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বিভিন্ন দেশে, জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার ঘটাবে এবং শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

৩) পিতা-মাতার অধিকার থাকবে তার শিশুকে কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্বাচন করার।

ধারা -২৭

১) প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, স্বাধীনভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করা।

২) বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা ক্ষেত্রে সৃষ্টিকারী শিল্পী তার প্রাপ্য নৈতিক ও বৈষয়িক বিষয়ের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

ধারা -২৮

এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ সমস্ত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পূর্ণভাবে অর্জন করার অধিকার থাকবে।

ধারা -২৯

১) সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও পূর্ণবিকাশ ঘটে, সম্প্রদায়ের প্রতি প্রত্যেকের কিছু কর্তব্য থাকবে।

২) অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে, অন্যদের স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতির পরিপন্থী কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না।

ধারা -৩০

এই ঘোষণাপত্র উল্লেখিত কোন কিছুকেই কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না যাতে, উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ ক্ষতি হয় বা ক্ষতি করার কাজে লিপ্ত হতে পারে।

বিহার: বিষ মদে মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে

সম্প্রতি বিহারে বিষ মদ খেয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শতাধিক মানুষ চিরতরে অক্ষম হয়ে গেছেন। বিহার সরকার ঘোষণা করেছে, মদ খেয়ে মারা গেলে কাউকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। বিহারে মদ নিষিদ্ধ, তাই কেউ যদি কোন নিষিদ্ধ বস্তু গোপনে কেনাবেচা করে তবে বেআইনি কাজের জন্য সাজা হতে পারে, ক্ষতিপূরণ পেতে পারেনা। এই হলো সরকারি যুক্তি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি মনে করি প্রতিটি নাগরিকের জীবন রক্ষার দায় রাষ্ট্রের। নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও বিহারে মদ ঢুকছেই বা কি করে আর বিক্রি বা হচ্ছে কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাব সরকারকেই দিতে হবে। তাই সরকার দায় ঝেড়ে ফেলে সাধু সাজতে পারেনা। বিহারে বিষ মদ ঢোকা, তার কেনাবেচা হওয়া- সব কিছুরই দায় সরকারের। কাজেই ওইসব নাগরিকদের মৃত্যুর দায় অবশ্যই সরকারের। সরকারকে অবশ্যই মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। যাদের ছত্রছায়ায় গরিব মানুষ বিষাক্ত মদ কেনাবেচা করছেন তাদেরও চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।